

শরঐ রুকইয়াহ — ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে

الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف



সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল সাইফ

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	৩
অনুবাদ প্রসঙ্গে	৪

পর্ব ১: শরঈ রুকইয়াহ – ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে

১	গ্রন্থপরিচয়, মারকাযের ভূমিকা ও লেখকের মুকাদ্দিমা	৬
২	চিকিৎসা গ্রহণের বিধান ও রুকইয়াহর বিধান	১৯
৩	মতভেদের স্থান, আলিমগণের মতসমূহ ও তাঁদের দলিল	৩২
৪	আপত্তিসমূহের জবাব এবং রুকইয়াহ ইজতিহাদি হওয়ার দলিল	৪৮
৫	দ্বিতীয় মতের দলিলসমূহ ও সত্তর হাজারের হাদীস	৬৩
৬	জবাব, তারজীহ, মতভেদের কারণ ও ফল, এবং গবেষণা-সুপারিশ	৭৫

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি	৮৭
অনুবাদক পরিচিতি	৮৮
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	৮৯

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল সাইফ রচিত আরবি গ্রন্থ «الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف»-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজলুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

শরঐ রুকইয়াহ – ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে

১ গ্রন্থপরিচয়, মারকাযের ভূমিকা ও লেখকের মুকাদ্দিমা

২ চিকিৎসা গ্রহণের বিধান ও রুকইয়াহর বিধান

৩ মতভেদের স্থান, আলিমগণের মতসমূহ ও তাঁদের দলিল

৪ আপত্তিসমূহের জবাব এবং রুকইয়াহ ইজতিহাদি হওয়ার দলিল

৫ দ্বিতীয় মতের দলিলসমূহ ও সত্তর হাজারের হাদীস

৬ জবাব, তারজীহ, মতভেদের কারণ ও ফল, এবং গবেষণা-সুপারিশ

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

গ্রন্থপরিচয়, মারকাযের ভূমিকা ও লেখকের মুকাদ্দিমা

শিরোনাম-পৃষ্ঠা

সৌদি আরব সাম্রাজ্য — শিক্ষা মন্ত্রণালয় জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ আল-ইসলামিয়াহ

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

সমকালীন সমস্যাবলির ফিকহে গবেষণা-উৎকর্ষ কেন্দ্র (মারকাযুত তামাইয়ুয আল-বাহসী ফী ফিকহিল কাদায়া আল-মুআসিরা)

الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف

রুকইয়াহ শরইয়াহ — ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে

প্রণয়ন

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল-সাইফ

ফিকহ বিভাগের অধ্যাপক — শরীয়াহ কলেজ জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ আল-ইসলামিয়াহ

প্রথম সংস্করণ ১৪৪১ হি. — ২০১৯ খ্রি.

মারকাযে প্রকাশনার নিয়ম ও নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি

- গবেষণার বিষয় হবে মানুষ ও সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ফিকহি নাওয়াযিল (নবোদ্ভূত সমস্যাবলি) নিয়ে।
- গবেষণাটি পদ্ধতি ও বিশ্লেষণে নতুনত্ব ও মৌলিকত্বের গুণে গুণান্বিত হবে।
- গবেষণাটি অর্থায়ন লাভের উদ্দেশ্যে বা কোনো শিক্ষাগত ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্বে জমা দেওয়া হয়নি — এমন হতে হবে।

4. গবেষণাটি পূর্ববর্তী কোনো শিক্ষা-কর্ম থেকে উদ্ধৃত অংশ (মুসতাল্ল) হবে না।
5. গবেষণার বিচার-নিরীক্ষা (তাহকীম) করবেন অন্তত দুজন বিশেষজ্ঞ, যাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রিধারী।
6. মারকাযের যেসব প্রকাশনা লেখকদের নাম বহন করে, সেগুলো অপরিহার্যভাবে মারকাযের মত প্রকাশ করে না; মত যতক্ষণ সাধারণ ফিকহি ইজতিহাদের কাঠামোর ভেতরে গ্রহণযোগ্য, ততক্ষণ মারকায তা প্রকাশ করে।
7. মুদ্রণ-পূর্ব সেবাসমূহের ক্ষেত্রে গবেষণাগুলো মারকায-অনুমোদিত কারিগরি নীতিমালার অধীন হবে।
8. গবেষণায় শর্ত হলো, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা আশি পৃষ্ঠার কম হবে না।
9. শিক্ষা-প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সেগুলো মারকায কর্তৃক গবেষণা-প্রকল্পে অর্থায়নের অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক শর্তাবলির অধীন হবে।
10. প্রকাশিত না হলে গবেষণাগুলো লেখকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয় না।

কারিগরি নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি:

- কাগজ: আদর্শ মাপ (A4) ২১×২৯।
- লেখার ফন্ট: (Traditional Arabic)।
- ফন্টের আকার: মূল পাঠ: ১৮ পয়েন্ট, টীকা: ১৪ পয়েন্ট।
- পার্শ্ব-মার্জিন: চার দিকেই ২.৫।
- লাইনের মধ্যকার ব্যবধান: একক (সিঙ্গেল)।

প্রকাশনা-স্বত্ব ও ফিহরিস্ত-তথ্য

স্বত্ব © জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ আল-ইসলামিয়াহ। মারকাযুত তামাইয়ুয আল-বাহসী, ১৪৪০ হি।

মালিক ফাহদ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশকালীন ফিহরিস্তকরণ (কাটালগিং-ইন-পাবলিকেশন):

মারকাযুত তামাইয়ুয আল-বাহসী ফী ফিকহিল কাদায়া আল-মুআসিরা।

الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتقليد. عبدالله بن مبارك آل

سيف

রুকইয়াহ শরইয়াহ — ইজতিহাদ ও তাকলীদে মাঝে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আলে সাইফ

রিয়াদ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি।

৮০ পৃষ্ঠা, ১৭×২৪ সেমি।

ISBN: 978-603-91111-5-3

১— রুকইয়াহসমূহ ক. শিরোনাম

ডিউই ২১৪.৬১ ১৪৪০/৯৭৯৮

জমা-নম্বর (রকমুল ঈদা): ১৪৪০/৯৭৯৮

ISBN: 978-603-91111-5-3

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত; প্রথম সংস্করণ ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.

মারকাযুত তামাইয়ুয আল-বাহসী ফী ফিকহিল কাদায়া আল-মুআসিরা

ঠিকানা: জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ আল-ইসলামিয়াহ — সহায়ক ডিনশিপ ভবন (২) — তৃতীয় তলা

ফোন: 966 (11) 2594102

ই-মেইল: tameiz@hotmail.com

ওয়েবসাইট: www.rej.org.sa

মারকাযের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক; যিনি তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবের সুদৃঢ় বাণীতে বলেছেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" [সূরা আল-ইসরা: ৮২]

এবং যিনি বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ, আর অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য, এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" [সূরা ইউনুস: ৫৭]

এবং যিনি বলেছেন:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

"বলুন, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তা হিদায়াত ও আরোগ্য।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৪]

আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ-এর উপর, যিনি চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য তিনি আরোগ্যও নাযিল করেননি।" [বুখারী: ৫৬৭৮]

আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"প্রতিটি রোগের জন্য ওষুধ আছে; যখন রোগের ওষুধটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ আয়্যা ওয়া জাল্লার অনুমতিতে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।" [মুসলিম: ২২০৪]

চিকিৎসা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়-উপকরণ দিয়ে হয়ে থাকে, আবার কখনো তা ছাড়াও হয়ে থাকে। যেসব চিকিৎসা-পদ্ধতির রোগের উপর প্রভাব ফেলার ধরন উপলব্ধি করতে মানব-বুদ্ধি অক্ষম, রুকইয়াহ তার অন্যতম।

রুকইয়াহ মুসলিমদের কাছে একটি পরিচিত ও অভ্যস্ত বিষয় — তাঁদের নবী ﷺ-এর যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। তবে রুকইয়াহ নিয়ে মানুষের কর্মচর্চা বিধিলঙ্ঘন ও সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত থাকেনি, বরং হয়তো তার সঙ্গে বহু ভণ্ডামি ও জাদুটোনা জড়িয়ে গেছে।

তাহলে রুকইয়াহ কি বিধিবদ্ধ ইবাদতসমূহের মতো একটি তাওকীফি বিষয় — যাতে নসে যা এসেছে মানুষকে সেখানেই থেমে যেতে হবে, তার উপর কোনো বৃদ্ধি করা যাবে না? নাকি তা একটি ইজতিহাদি-অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়, যাতে নসসমূহে যা এসেছে তার বাইরে যাওয়া বৈধ?

আজ মানুষ এই মাসআলাটির ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়েছে — কেউ সংকীর্ণকারী, কেউ প্রসারকারী।

◆ মূল প্রশ্ন: রুকইয়াহ কোন ধরনের বিষয়

তাওকীফি	ইজতিহাদি
বিধিবদ্ধ ইবাদতসমূহের মতো	অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়
নসে যা এসেছে সেখানেই থামতে হয়, বৃদ্ধি করা যাবে না	নসসমূহে যা এসেছে তার বাইরে যাওয়া বৈধ

ভূমিকায় প্রশ্নটি এভাবে এসেছে; মানুষ এ মাসআলায় পরস্পরবিরোধী অবস্থানে

এখান থেকেই এসেছে অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল সাইফের গবেষণা, যার শিরোনাম: (الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف) — রুকইয়াহ শরইয়াহ: ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে। তাতে তিনি এ মাসআলায় প্রাচীন ও আধুনিক আলিমগণের বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের দলিলসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁদের দলিল-গ্রহণের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন (মুনাকাশা), অতঃপর মাসআলায় যা তাঁর কাছে সঠিক বলে স্পষ্ট হয়েছে তার তারজীহ করেছেন — সঙ্গে বৈধতার শর্ত ও নিয়ন্ত্রক নীতিমালাও নির্ধারণ করেছেন।

এটি সেই গবেষণা, যা নিয়ে তিনি মারকায-আয়োজিত সেই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন যার শিরোনাম ছিল: (الرقية الشرعية في ضوء المستجدات المعاصرة) — সমকালীন নবোদ্ভূত বিষয়সমূহের আলোকে রুকইয়াহ শরইয়াহ।

মারকায এই প্রকাশনাটি পেশ করার সময় গবেষকের ব্যয়িত শ্রমের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছে যে তিনি যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন, এবং একে একান্তভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করে নেন। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর।

মারকাযের পরিচালক

অধ্যাপক ড. জামীল ইবনে আবদুল মুহসিন আল-খালাফ

মুকাদ্দিমা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। অতঃপর:

এটি রুকইয়াহ শরইয়াহতে ইজতিহাদ ও তাওকীফ প্রসঙ্গে একটি গবেষণা। এর মাধ্যমে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটির গবেষণায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা করেছি — যে মাসআলাটি নিয়ে বর্তমান সময়ে বিতর্ক অনেক বেড়ে গেছে, এবং যা সমকালীন নাওয়াযিলের (নবোদ্ভূত সমস্যাবলির) অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশদীকরণ ও সমৃদ্ধকরণ প্রয়োজন। আর যেহেতু আমি এ বিষয়ে অতি সামান্য ছাড়া কিছুই পাইনি, তাই আমি পছন্দ করলাম যে আল্লাহ আমার জন্য যা উন্মুক্ত করে দেন তা দিয়ে এই মাসআলাটিকে সমৃদ্ধ করার কাজে অংশ নিই। আল্লাহই সাহায্যকারী, আর তাঁর উপরই ভরসা।

গবেষণাটির মূল রূপটি আমি মারকাযুত তামাইয়ুয আল-বাহসী ফী ফিকহিল কাদায়া আল-মুআসিরা-এর কাছে পেশ করেছিলাম, সেই গবেষণা-চক্রে (হালাকা বাহসিয়া) অংশগ্রহণের জন্য যা মারকায আয়োজন করেছিল এই শিরোনামে: (الرقية الشرعية في ضوء المستجدات المعاصرة) — সমকালীন নবোদ্ভূত বিষয়সমূহের আলোকে রুকইয়াহ শরইয়াহ। আর আমি আমার গবেষণার নাম রেখেছি: রুকইয়াহ শরইয়াহ — ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে (الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف)।

গবেষণার লক্ষ্যসমূহ:

1. রুকইয়াহ শরইয়াহ বলতে কী উদ্দেশ্য, তা বর্ণনা করা।
2. রুকইয়াহর প্রকারভেদ বর্ণনা করা এবং কোনটির উপর "রুকইয়াহ শরইয়াহ" শব্দটি যথার্থভাবে প্রযোজ্য হয়, তা পৃথক করে চিহ্নিত করা।
3. রুকইয়াহ শরইয়াহ কি চিকিৎসার অধ্যায়ভুক্ত একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি, নাকি তা এমন একটি ইবাদত যাতে নসসমূহে যা এসেছে সেখানেই থেমে যেতে হয় — তা বর্ণনা করা।

পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ:

রুকইয়াহ ও তার বিধিবিধান নিয়ে বহু রচনা বিদ্যমান; সেগুলোর অধিকাংশই রুকইয়াহর সাধারণ বিধানসমূহ, তার আদব ও সম্পাদনের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা, তাতে কী পাঠ করা হয়, এবং তাতে ঘটে যাওয়া বিধিলঙ্ঘনসমূহ থেকে সতর্কীকরণ নিয়ে। কিন্তু আমি এমন কোনো শিক্ষা-গবেষণা দেখিনি যা "ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে রুকইয়াহ" — এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

গবেষণার পদ্ধতি (মানহাজ):

এই গবেষণাটি লেখার ক্ষেত্রে — আল্লাহর ইচ্ছায় — আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করছি:

প্রথমত: যে মাসআলাটি নিয়ে গবেষণা করা উদ্দেশ্য, তার বিধান বর্ণনা করার আগে আমি সেটির স্বরূপ চিত্রায়িত করি, যাতে তা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত: মাসআলাটি যদি ঐকমত্যের স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে আমি তার বিধান দলিলসহ উল্লেখ করি, সঙ্গে নির্ভরযোগ্য মূল উৎসগ্রন্থগুলো থেকে সেই ঐকমত্যের প্রামাণিকীকরণও দিই।

তৃতীয়ত: মাসআলাটি যদি মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করি:

ক— মতভেদের প্রকৃত স্থানটি নির্ধারণ করে দিই, যদি মাসআলাটির কিছু রূপ মতভেদের স্থান হয় আর কিছু রূপ ঐকমত্যের স্থান হয়।

খ— মাসআলাটিতে বিদ্যমান মতসমূহ উল্লেখ করি, এবং আহলে ইলমের মধ্যে কারা সে মত পোষণ করেছেন তা বর্ণনা করি; আর মতভেদের উপস্থাপন হয় ফিকহি মাযহাবসমূহ অনুসারে — সঙ্গে দলিল-গ্রহণ (ইসতিদলাল), সমালোচনা (মুনাকাশা) ও তারজীহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে।

চতুর্থত: আমি গবেষণার মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করি এবং যথাসম্ভব প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া (ইসতিতরাদ) এড়িয়ে চলি।

পঞ্চমত: হাদীস ও আসারসমূহের তাখরীজ করি এবং সেগুলোর মান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যা বলেছেন তা বর্ণনা করি — যদি সেগুলো সহীহাইনে বা তাদের কোনো একটিতে না থাকে। আর যদি সেগুলো তাতে থাকে, তবে তখন সেখান থেকে তাখরীজ করেই ক্ষান্ত হই।

ষষ্ঠত: পরিভাষাসমূহের পরিচয় দিই এবং দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করি।

সপ্তমত: আরবি ভাষার ব্যাকরণ, বানান ও যতিচিহ্নের প্রতি যত্নশীল থাকি।

অষ্টমত: বিশেষভাবে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের জীবনপরিচয় দিই।

গবেষণার পরিকল্পনা (খুত্বা):

আমি একে সাজিয়েছি একটি মুকাদ্দিমা ও চারটি মাতলাবে:

মুকাদ্দিমা — এতে রয়েছে গবেষণার গুরুত্ব, তার লক্ষ্যসমূহ, পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ, এতে লেখার পদ্ধতি এবং গবেষণার পরিকল্পনা।

প্রথম মাতলাব: রুকইয়াহর সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় মাতলাব: চিকিৎসা গ্রহণের বিধান।

তৃতীয় মাতলাব: রুকইয়াহ শরইয়াহর বিধান।

চতুর্থ মাতলাব: ইজতিহাদ ও তাওকীফের দিক থেকে রুকইয়াহর মূল বিধান।

অতঃপর আমরা গবেষণা-সুপারিশ (আত-তাওসিয়াতুল ইলমিয়া) দিয়ে সমাপ্তি টানব।

◆ গবেষণার পরিকল্পনা

- ১ মুকাদ্দিমা
গুরুত্ব, লক্ষ্য, পূর্ববর্তী গবেষণা, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা
- ২ প্রথম মাতলাব
রুকইয়াহর সংজ্ঞা
- ৩ দ্বিতীয় মাতলাব
চিকিৎসা গ্রহণের বিধান
- ৪ তৃতীয় মাতলাব
রুকইয়াহ শরইয়াহর বিধান
- ৫ চতুর্থ মাতলাব
ইজতিহাদ ও তাওকীফের দিক থেকে রুকইয়াহর মূল বিধান
- ৬ সমাপ্তি
গবেষণা-সুপারিশ

লিখেছেন

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আলো সাইফ

Abuahmd2@gmail.com

Abuahmd2@hotmail.com

প্রথম মাতলাব: রুকইয়াহর সংজ্ঞা

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম মাসআলা: ভাষাগত দিক থেকে রুকইয়াহর সংজ্ঞা

রুকইয়াহ: সেসব বাক্যের নাম, যেগুলোর দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় (১)।

ইবনে ফারিস রহিমাহুল্লাহ বলেছেন (২):

" رَقِيَ الرَاء والقاف والحرف المبتدأ أصول ثلاثة متباينة: أحدها الصُّعُود، والآخر عُوذَةٌ يُتَعَوَّذُ بِهَا، والثالث بقعةٌ من الأرض "

"(রা-কা-ইয়া) — রা, কাফ ও ইল্লতযুক্ত হরফ — এ তিনটি পরস্পর-ভিন্ন মূল অর্থ: এর একটি হলো উর্ধ্বারোহণ, দ্বিতীয়টি হলো এমন 'উয়া' (আশ্রয়-বাক্য), যা দ্বারা আশ্রয় চাওয়া হয়, আর তৃতীয়টি হলো ভূমির একটি খণ্ড।"

ইবনুল আসীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন (৩):

"وَالرُّقِيَّةُ: الْعُوذَةُ الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الْآفَةِ كَالْحَيِّ وَالصَّرْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ "

"আর রুকইয়াহ হলো সেই 'উয়া' (আশ্রয়-বাক্য), যা দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুক করা হয় — যেমন জ্বর, মৃগীরোগ ও এ জাতীয় অন্যান্য ব্যাধি।"

আর ভাষায় 'তা'বীয' (আশ্রয় প্রার্থনা) অর্থ কোনো কিছুর কাছে আশ্রয় নেওয়া। তাই তোমার কথা "আউযু বিল্লাহ"-র অর্থ: আমি তাঁর কাছে আশ্রয় নিচ্ছি।

আল-খলীল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন (৪):

"تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أَيْ أَلْجَأُ إِلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَوْذًا أَوْ عِيَاذًا... وَالْعُوْذَةُ وَالْمَعَاذَةُ: الَّتِي يُعَوَّذُ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ فَرْعٍ أَوْ جُنُونٍ "

"তুমি বলো: 'আউযু বিল্লাহ, জাল্লা সানাউহ' — অর্থাৎ আমি তাঁর, তাবারাকা ওয়া তাআলার, কাছে আশ্রয় নিচ্ছি, 'আউযান' বা 'ইয়াযান'... আর 'উযা ও মা'আযা হলো তা-ই, যা দিয়ে মানুষকে আতঙ্ক বা উন্মাদনা থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয়-বাক্য পড়া হয়।"

ইবনে দুরুস্তওয়াইহ রহিমাল্লাহ বলেছেন (৫):

"كل كلام استشفى به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو

رقية"

"প্রতিটি এমন বাক্য, যার দ্বারা ব্যথা, ভয়, শয়তান বা জাদু থেকে আরোগ্য কামনা করা হয় — তা-ই রুকইয়াহ।"

আর ইবনে হাজার রহিমাল্লাহ বলেছেন (৬):

"والرقية كلام يستشفى به من كل عارض"

"আর রুকইয়াহ হলো এমন বাক্য, যার দ্বারা প্রতিটি আপতিত বিপদ থেকে আরোগ্য কামনা করা হয়।"

আর রুকইয়াহ সম্পর্কে ফকীহগণের পারিভাষিক ব্যবহার ভাষাগত অর্থের বাইরে যায় না।

দ্বিতীয় মাসআলা: পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল-হারাবী (৭) এর সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর এই কথায়:

"إذا عوذته بأسماء الله الحسنى وغيرها، أو دعوته، أو قرأت عليه

ما يبرئه بإذن الله من عين أو نظرة من الجن، أو غير ذلك"

"যখন তুমি তাকে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও অন্যান্য বাক্য দিয়ে আশ্রয়-বাক্য পড়ে দাও, অথবা তার জন্য দুআ করো, অথবা তার উপর এমন কিছু পাঠ করো যা আল্লাহর অনুমতিতে তাকে বদনজর, জিনের দৃষ্টি বা এ

জাতীয় অন্য কিছু থেকে আরোগ্য দান করে।"

আর কোনো কোনো গবেষক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে (৮):

"مَا يَعُوذُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ أَوْ الْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ، أَوْ
الْأَدْعِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ"

"কুরআনের আয়াতসমূহ, বর্ণিত যিকরসমূহ, কিংবা বিধিসম্মত দুআসমূহ থেকে যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বিপদ দূর করতে বা প্রতিহত করতে আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

◆ ভাষাগত ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

রুকইয়াহর সংজ্ঞা

ইবনুল আসীর

আশ্রয়-বাক্য, যা দিয়ে ব্যাধিগ্রস্তকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়

ইবনে দুরন্তুওয়াইহ

বাথা, ভয়, শয়তান বা জাদু থেকে আরোগ্য কামনার বাক্য

ইবনে হাজার

প্রতিটি আপতিত বিপদ থেকে আরোগ্য কামনার বাক্য

আল-হারাবী

আল্লাহর নামে আশ্রয়-বাক্য, দুআ বা পাঠ

আরেক গবেষক

আয়াত, যিকর ও বিধিসম্মত দুআ, বিপদ দূর বা প্রতিহত করতে

ফকীহগণ

পারিভাষিক ব্যবহার ভাষাগত অর্থের বাইরে যায় না

দ্বিতীয় মাতলাব: মূলগতভাবে চিকিৎসা গ্রহণের বিধান

চিকিৎসা গ্রহণের বিধানে বিতর্কের স্থান নির্ধারণ:

- হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ হারাম; নিরুপায় অবস্থা (দারুরাহ) ছাড়া এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ জানা যায় না (৯)।
- কোনো কোনো আলিম চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার উপর ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। যাঁরা তা বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজন ইবনুল জাওয়ী রহিমাহুল্লাহ, «তালবীসু ইবলীস»-এ; তিনি বলেছেন (১০):

"لا يختلف العلماء أن التداوي مباح وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه، وقد ذكرنا كلام الناس في هذا وبيننا بما اخترناه في كتابنا لقط المنافع في الطب، والمقصود ههنا أنا نقول إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل"

"আলিমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেন না যে, চিকিৎসা গ্রহণ মুবাহ; তবে তাঁদের কেউ কেউ মনে করেছেন যে, উচ্চতর সংকল্প (আযীমা) হলো তা বর্জন করা। এ প্রসঙ্গে মানুষের বক্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি এবং আমাদের গ্রন্থ «লাকতুল মানাফি ফিত তিব্ব»-এ আমরা যা গ্রহণ করেছি তা স্পষ্ট করেছি। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বলি: যখন এটি সাব্যস্ত হলো যে চিকিৎসা গ্রহণ ইজমার ভিত্তিতে মুবাহ, বরং কোনো কোনো আলিমের নিকট তা মুস্তাহাব, তখন সেই সম্প্রদায়ের কথার প্রতি দ্রষ্টব্য করা হবে না, যারা মনে করেছে চিকিৎসা গ্রহণ তাওয়াক্কুলের বাইরের বিষয়।"

আর সংশ্লিষ্ট আলিমগণের একটি দল এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন — যেমন ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ «আল-ইকনা»-তে (১১), এবং অন্যরাও।

◆ এক নজরে

- ★ মূল প্রশ্ন: রুকইয়াহ তাওকীফি, নাকি ইজতিহাদি-অভিজ্ঞতাভিত্তিক
- ★ রুকইয়াহ হলো আশ্রয়-বাক্য, যা দিয়ে ব্যাধিগ্রস্তকে ঝাড়-ফুক করা হয়
- ★ হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা হারাম; নিরুপায় অবস্থা ছাড়া মতভেদ জানা যায় না
- ★ ইবনুল জাওয়ী: চিকিৎসা গ্রহণ ইজমার ভিত্তিতে মুবাহ
- ★ কারও কারও মতে বর্জন করাই আযীমা, কেউ মুস্তাহাব বলেছেন

◆ যাচাই করুন

১. ভূমিকায় 'তাওকীফ' বিষয়ের বৈশিষ্ট্য কী বলা হয়েছে?

ক. নসে যা এসেছে সেখানেই থামতে হয়, বৃদ্ধি করা যায় না

খ. নসের বাইরে যাওয়া বৈধ

২. ইবনুল আসীরের মতে রুকইয়াহ কী?

ক. কেবল ওষুধ

খ. আশ্রয়-বাক্য, যা দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুক করা হয়

৩. ইবনে দুরন্তুওয়াইহর সংজ্ঞায় রুকইয়াহ কোন বাক্য?

ক. যার দ্বারা ব্যথা, ভয়, শয়তান বা জাদু থেকে আরোগ্য কামনা করা হয়

খ. যা কেবল তিলাওয়াতের জন্য

৪. হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সবসময় জায়েয

খ. হারাম; নিরুপায় অবস্থা ছাড়া এতে মতভেদ জানা যায় না

৫. ইবনুল জাওয়ীর বক্তব্যে চিকিৎসা গ্রহণ কোন বিধানের?

ক. হারাম

খ. ওয়াজিব

গ. ইজমার ভিত্তিতে মুবাহ

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ

টীকা

১. দেখুন: ইসফারুল ফাসীহ, আল-হারাবী: (১)।
২. মাকাইয়ীসুল লুগাহ, ইবনে ফারিস: (২/৪২৬)।
৩. আন-নিহায়া ফী গারীবিল আসার: (২/৬২১)।
৪. মাকাইয়ীসুল লুগাহ, ইবনে ফারিস: (৪/১৮৪)।
৫. দেখুন: উমদাতুল কারী (১২/পৃ. ৯৫)।
৬. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (৪/৪৫৩)।
৭. ইসফারুল ফাসীহ, আল-হারাবী: (১)।
৮. দেখুন: আন-নাওয়াযিল ফির রুকইয়াহ (৩৭), মাইসা আশ-শামারী।
৯. দেখুন: শারহুন নাবাবী আলা মুসলিম: (১৩/১৫৩)। সেখানে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো কোনো হানাফীর বক্তব্য রয়েছে, আর তা নিরুপায় অবস্থার (দারুরাহ) উপর প্রযোজ্য বলে ধরা হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
১০. তালবীসু ইবলীস: (১/২৫৫)।

11. মাসআলা নং ১৪৬৬।

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

চিকিৎসা গ্রহণের বিধান ও রুকইয়াহর বিধান

আল-হিদায়া শারহ বিদায়াতিল মুবতাদী-তে বলা হয়েছে: "ইনজেকশন (ছকনা) ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, যদি তা দ্বারা চিকিৎসা উদ্দেশ্য হয়; কারণ চিকিৎসা গ্রহণ ইজমা অনুসারে মুবাহ"(১)।

মানাবী বলেছেন: "এতে রয়েছে যে চিকিৎসা গ্রহণ মুবাহ, এবং হানাফীদের আল-হিদায়া গ্রন্থে যা আছে সে অনুযায়ী তা ইজমার বিষয়। যেন তিনি এ বিষয়ে বিদ্যমান মতভেদের প্রতি দৃষ্টিপথ করেননি; কারণ তা অত্যন্ত দুর্বল"(২)।

ইবনুল জাওয়াযী তালবীসু ইবলীস গ্রন্থে বলেছেন: "গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে চিকিৎসা গ্রহণ মুবাহ; বরং তাঁদের কেউ কেউ মনে করেছেন যে তা বর্জন করাই দৃঢ়সংকল্পের (আযীমা) পরিচয়" — আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করেছেন, অথচ তিনিই সর্বপ্রথম তাওয়াক্কুলকারী। আর হাদীসে এসেছে: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন তো, যে রুকইয়াহ আমরা করাই, যে ওষুধ দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, এবং যে সতর্কতা আমরা অবলম্বন করি — এগুলো কি আল্লাহর তাকদীরের কিছু ফিরিয়ে দেয়? তিনি বললেন: সেগুলোও আল্লাহর তাকদীরেরই অংশ(৩)"(৪)।

৩. ফকীহগণ — হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলীগণ — আরোগ্য অন্বেষণ ও রুকইয়াহর বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন; তবে তাঁরা মতভেদ করেছেন এ ব্যাপারে যে তা করা ও না-করা সমান, নাকি এতে ফযীলত রয়েছে, নাকি তা মাকরুহ(৫)।

এ বিষয়ে কেউ বিরোধিতা করেননি — কেবল সেন্সব চরমপন্থী সূফী ছাড়া, যাঁদের বিরোধিতা ধর্তব্য নয়; তাঁরা চিকিৎসা গ্রহণকে হারাম বলেছেন(৬)।

মাসআলাটিতে বিদ্যমান মতসমূহ

প্রথম মত: ইবাহাত (মুবাহ হওয়া)।

অধিকাংশ আলিম (হানাফী ও মালিকীগণ) এই মত পোষণ করেছেন যে চিকিৎসা গ্রহণ মুবাহ — অর্থাৎ রুকইয়াহ করা ও তা বর্জন করা সমান; তবে মালিকীদের ভাষ্য হলো: চিকিৎসা গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

আল-হিদায়া শারহ বিদায়া-তে বলা হয়েছে: "তিনি বলেছেন: ইনজেকশন (ছকনা) ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, যদি তা দ্বারা চিকিৎসা উদ্দেশ্য হয়; কারণ চিকিৎসা গ্রহণ ইজমা অনুসারে মুবাহ"(৭)।

ইরশাদুস সালিক-এ বলা হয়েছে: "চিকিৎসা গ্রহণ ও রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই"(৮)।

দ্বিতীয় মত: ইস্তিহাব (মুস্তাহাব হওয়া)।

শাফিঈগণ ইস্তিহাবের মত পোষণ করেছেন; বরং তাঁরা বলেছেন: চিকিৎসা গ্রহণ সুন্নত(৯)। আর হাম্বলীদের মধ্যে আল-কাযী, ইবনে আকীল, ইবনুল জাওয়াযী, আল-মাকদিসী, আল-বুহুতী প্রমুখ তা মুস্তাহাব হওয়ার মত পোষণ করেছেন।

নববী বলেছেন: "এ হাদীসে ওষুধ গ্রহণ মুস্তাহাব হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে; আর এটিই আমাদের সঙ্গীদের (শাফিঈদের), অধিকাংশ সালাফের এবং সাধারণভাবে পরবর্তীদের মাযহাব"(১০)।

ইবনে মুফলিহ বলেছেন: "সহীহ বর্ণনাসমূহের কারণে ইস্তিহাবই সঠিক মত, এবং এটিই জমহুরের বক্তব্য। শারহ মুসলিম-এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে এটি বহু আলিমের — অথবা তাঁদের অধিকাংশের — অভিমত। আল্লাহই ভালো

জানেন"(১১)।

আল-গামরাবী আস-সিরাজুল ওয়াহাজ গ্রন্থে বলেছেন: "রোগীর জন্য চিকিৎসা গ্রহণ সুন্নত; তবে সে যদি তাওয়াক্কুলের কারণে চিকিৎসা বর্জন করে এবং তার ইয়াকীন দৃঢ় হয়, তবে তা-ই উত্তম"(১২)। এটি কোনো কোনো হানাফীরও বক্তব্য(১৩)।

ইবনে মুফলিহ বলেছেন: "উযীর ইবনে হুবাইরা আল-ইফসাহ গ্রন্থে এটিই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: আবু হানীফার মাযহাব হলো, তা এমন জোরালোভাবে নির্দেশিত যে তা ওয়াজিবের কাছাকাছি পৌঁছে যায়"(১৪)।

তৃতীয় মত: ওয়াজিব হওয়া। শাফিঈদের নিকট ইস্তিহাবের ক্ষেত্র হলো তখন, যখন তা উপকার করবে বলে নিশ্চিত জানা না যায়। কিন্তু যদি তার উপকার নিশ্চিতভাবে জানা যায় — যেমন রক্তমোক্ষণের (ফাসদ) স্থান বেঁধে দেওয়া — তবে তা ওয়াজিব(১৫)। কোনো কোনো হাম্বলীও এ-ই বলেছেন, অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়ার কথা।

বুরহানুদ্দীন ইবনে মুফলিহ বলেছেন: "বলা হয়েছে: তা ওয়াজিব। কেউ কেউ এর সঙ্গে যোগ করেছেন: যদি তার উপকারিতার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়"(১৬)।

ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: "আর চিকিৎসা গ্রহণ — তা অধিকাংশ ইমামের নিকট ওয়াজিব নয়; কেবল অল্পসংখ্যক একটি দল তা ওয়াজিব বলেছেন, যেমনটি শাফিঈ ও আহমাদের কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন"(১৭)।

চতুর্থ মত: তা মুবাহ, কিন্তু তা বর্জন করাই উত্তম।

হাম্বলীদের মাযহাব হলো: তা বর্জন করাই উত্তম; আহমাদ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন: কারণ তা তাওয়াক্কুলের অধিকতর নিকটবর্তী(১৮)।

পঞ্চম মত: কারাহাত (মাকরুহ হওয়া)।

এ কথা বলেছেন ইবনে মাসউদ, আবুদ দারদা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান, রাবী ইবনে খুসাইম এবং দাউদ আয-যাহিরী(১৯)।

ষষ্ঠ মত:

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন: বদনজর ও বিষাক্ত দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে রুকইয়াহ জায়েয নয়(২০)।

❖ চিকিৎসা গ্রহণের বিধানে ছয় মত

চিকিৎসা গ্রহণের বিধান	যাঁরা বলেছেন
প্রথম: ইবাহাত (মুবাহ)	হানাফী ও মালিকীগণ; করা ও বর্জন করা সমান
দ্বিতীয়: ইস্তিহাব (মুস্তাহাব)	শাফিঈগণ (সুন্নত); হাম্বলীদের মধ্যে আল-কাযী, ইবনে আকীল, ইবনুল জাওযী, আল-মাকদিসী, আল-বুহুতী
তৃতীয়: ওয়াজিব	শাফিঈদের মতে উপকার নিশ্চিত জানা গেলে; কোনো কোনো হাম্বলী
চতুর্থ: মুবাহ, কিন্তু বর্জন করাই উত্তম	হাম্বলীদের মাযহাব; আহমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য; তাওয়াক্কুলের অধিকতর নিকটবর্তী
পঞ্চম: কারাহাত (মাকরুহ)	ইবনে মাসউদ, আবুদ দারদা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান, রাবী ইবনে খুসাইম, দাউদ আয-যাহিরী
ষষ্ঠ: বদনজর ও বিষাক্ত দংশন ছাড়া রুকইয়াহ জায়েয নয়	কোনো কোনো ফকীহ

ফকীহগণ বৈধতার ব্যাপারে একমত; মতভেদ বিধানের মাত্রা নিয়ে। ইবনে তাইমিয়াহ: অধিকাংশ ইমামের নিকট ওয়াজিব নয়

আর চিকিৎসা গ্রহণের বিধান-সংক্রান্ত মতভেদের উপরই রুকইয়াহর বিধান-সংক্রান্ত মতভেদ গড়ে উঠেছে; কারণ রুকইয়াহ চিকিৎসার প্রকারসমূহেরই একটি প্রকার। তাই এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তা মুবাহ; তাঁদের কেউ কেউ ইবাহাতকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যে চিকিৎসা গ্রহণের বিধানের ভিত্তিতে তা বর্জন করাই উত্তম; আবার বলা হয়েছে তা মাকরুহ, বলা হয়েছে তা মুস্তাহাব, এবং বলা হয়েছে তা ওয়াজিব।

তৃতীয় মাতলাব: রুকইয়াহর বিধান

রাজিহ মত অনুযায়ী রুকইয়াহর বিধানে বিস্তারিত পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত: রাকীর ক্ষেত্রে।

তার জন্য তা মানদূব (মুস্তাহাব)(২১); কারণ হাদীসে এসেছে:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।" — মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন(২২)।

হাদীসটির প্রেক্ষাপট হলো: এক ব্যক্তিকে নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছিল, তখন এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি রুকইয়াহ করব? তখন তিনি তাকে এ কথা দিয়েই উত্তর দিলেন।

আর যেহেতু তাঁর — ﷺ — কর্ম থেকে তাঁর কোনো কোনো সাহাবীকে রুকইয়াহ করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, এবং আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার উপর মুআওবিয়াত পড়ে ফুঁ (নাফস) দিতেন। অতঃপর যখন তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন যাতে তাঁর ইন্তিকাল

হলো, তখন আমি তাঁর উপর ফুঁ দিতে লাগলাম এবং তাঁরই হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতে লাগলাম; কারণ তাঁর হাত আমার হাতের চেয়ে অধিক বরকতময় ছিল। — মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন(২৩)।

আর যেহেতু মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরীল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়েছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন জিবরীল বললেন:

"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ

حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি — এমন সবকিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের চোখ থেকে; আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি।"(২৪)

আর সত্তর হাজারের হাদীসে (وَلَا يَرْفُونَ) "এবং তারা রুকইয়াহ করে না" শব্দটি — তা প্রমাণিত নয়(২৫)।

ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: "এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 'এবং তারা রুকইয়াহ করে না' — এটি ভুল; কারণ অন্যদের জন্য এবং নিজেদের জন্য তাদের রুকইয়াহ করা তো উত্তম কাজ। নবী ﷺ নিজেকেও রুকইয়াহ করতেন এবং অন্যকেও করতেন। কিন্তু তিনি অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাইতেন না; কারণ নিজের ও অন্যের জন্য তাঁর রুকইয়াহ করা নিজের ও অন্যের জন্য দুআ করারই প্রকারভুক্ত, আর এটি তো আদিষ্ট বিষয়। কেননা সকল নবীই আল্লাহর কাছে চেয়েছেন এবং তাঁকে ডেকেছেন, যেমন আল্লাহ আদম, ইবরাহীম, মূসা প্রমুখের কাহিনীতে তা উল্লেখ করেছেন"(২৬)।

দ্বিতীয়ত: মারকী (যার উপর রুকইয়াহ করা হয়)।

এখানে উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি, যাকে অন্য কেউ রুকইয়াহ করে — তার পক্ষ থেকে রুকইয়াহর অনুরোধ ছাড়াই।

এ বিবেচনাতেই মারকী ও মুসতারকী (যে নিজে রুকইয়াহ চেয়ে নেয়) — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব।

আর মুসতারকী হলো: যে ব্যক্তি রুকইয়াহ চেয়ে নেয়; কারণ ভাষায় সীন ও তা (استفعال) চাওয়ার অর্থ দেয়। এটিও জায়েয(২৭)।

আর কারও পক্ষ থেকে অনুরোধ ছাড়াই অন্যকে রুকইয়াহ করা — মূলত এর বৈধতার ব্যাপারে তা ইজমার স্থান বলেই মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

বৈধতার দলিল হলো মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, জিবরীল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়েছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন জিবরীল বললেন:

"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ

حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি — এমন সবকিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের চোখ থেকে; আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি।"(২৮)

আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী ﷺ তাঁদের কাউকে কাউকে আশ্রয় প্রার্থনা করে (তাআবীয) পড়ে নিজের ডান হাত দিয়ে তার শরীর মুছে দিতেন:

"أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ،

شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন, এবং আরোগ্য দান করুন — আপনিই আরোগ্যদাতা; আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই; এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।" — মুত্তাফাক আলাইহি(২৯)।

আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার উপর মুআওবিযাত পড়ে ফুঁ (নাফস) দিতেন। অতঃপর যখন তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন যাতে তাঁর ইত্তিকাল হলো, তখন আমি তাঁর উপর ফুঁ দিতে লাগলাম এবং তাঁরই হাত দিয়ে তাঁকে মুছে দিতে লাগলাম; কারণ তাঁর হাত আমার হাতের চেয়ে অধিক বরকতময় ছিল" — মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন(৩০)।

তৃতীয়ত: মুসতারকী।

মুসতারকী হলো: যে ব্যক্তি নিজের জন্য অন্যের কাছে রুকইয়াহ চেয়ে নেয়। আর এটিই মতভেদের স্থান। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো, এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তাকলীফি বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয়:

◆ রাকী, মারকী ও মুসতারকী

রুকইয়াহর বিধান: তিন ক্ষেত্র

রাকী
মানদুব (মুস্তাহাব)

মারকী (অনুরোধ ছাড়াই যাকে
রুকইয়াহ করা হয়)
বৈধতা ইজমার স্থান বলেই মনে হয়

মুসতারকী (যে নিজে রুকইয়াহ চেয়ে
নেয়)
মতভেদের স্থান; বিধান অবস্থাভেদে পাঁচ
প্রকার

লেখকের রাজিহ মত অনুযায়ী বিস্তারিত

◆ মুসতারকীর পাঁচ ধরনের বিধান

মুসতারকীর অবস্থা	বিধান
জিনের আছর, সব প্রকার সিহর, আছরযুক্ত বা দ্বীনের ক্ষতিকর বদনজর	ওয়াজিব
প্রয়োজন আছে, কিন্তু জরুরত বা দ্বীন নষ্টের মাত্রায় নয়, যেমন বদনজরের ক্ষতি	ইস্তিহাব (মুস্তাহাব)
স্পষ্ট ক্ষতি নেই: অবস্থা নিশ্চিত হতে চাওয়া; অঙ্গগত রোগে নিজেকে নিজে	ইবাহাত (মুবাহ)
মতভেদপূর্ণ পদ্ধতি ও উপায়ে রুকইয়াহ	কারাহাত (মাকরুহ)
শরীয়তে হারামকৃত রুকইয়াহর পদ্ধতি	তাহরীম (হারাম)

লেখকের গৃহীত বিধান: 'অধিকতর নিকটবর্তী মত'

- ওয়াজিব: আর তা এমন ক্ষেত্রে, যেমন ভিন্ন জাতির (জিনের) আছর হওয়ার অবস্থা; কারণ তাতে নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে — পুরুষ জিনের নারী মানুষের উপর আছর করা এবং নারী জিনের পুরুষ মানুষের উপর আছর করা। তাই এ ধরনের অবস্থায় এই নিষিদ্ধ বিষয় দূর করার জন্য রুকইয়াহ ওয়াজিব। অনুরূপভাবে সব প্রকারের সিহরের অবস্থা, এবং সেই বদনজরের অবস্থা যাতে আছর রয়েছে অথবা যার দ্বারা তার দ্বীনের ক্ষতি হয়।
- ইস্তিহাব (মুস্তাহাব): আর এটি প্রথম অবস্থার নিচের একটি অবস্থা, যাতে রোগীর রুকইয়াহর প্রয়োজন হয়, কিন্তু তা প্রথম অবস্থার নিচে — যেমন এমন ব্যক্তি যার উপর বদনজরের ক্ষতি রয়েছে, কিন্তু তা জরুরত বা দ্বীন নষ্ট হওয়ার মাত্রায় পৌঁছায়নি।
- ইবাহাত (মুবাহ): আর এটি এমন অবস্থা, যাতে রুকইয়াহর প্রয়োজনওয়ালা ব্যক্তি এমন অবস্থায় থাকে যে স্পষ্টভাবে তার কোনো ক্ষতি নেই — যেমন সেই ব্যক্তি, যে নিজের অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রুকইয়াহ চায় যে তার মধ্যে কিছু আছে কি না; এবং যেমন সেই ব্যক্তি, যে শারীরিক (অঙ্গগত) রোগ থেকে নিজেই নিজেকে রুকইয়াহ করে।
- কারাহাত (মাকরুহ): আর তা এমন ক্ষেত্রে, যেমন রুকইয়াহর সেসব পদ্ধতি ও উপায় দ্বারা রুকইয়াহ করা যেগুলোর ব্যাপারে মতভেদ ঘটেছে এবং যেগুলোতে ধর্তব্য মতভেদ রয়েছে; সেক্ষেত্রে সেগুলো বর্জন করাই অধিক সতর্কতা, আর

সেগুলো করা মাকরুহ হবে।

৫. তাহরীম (হারাম): আর তা অবৈধ রুকইয়াহর ক্ষেত্রে — যেমন শরীয়তে হারামকৃত রুকইয়াহর পদ্ধতিসমূহ, যেগুলোর ব্যাপারে আলিমগণ হারাম হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

রুকইয়াহ বৈধ হওয়ার দলিলসমূহ

১. কুরআন থেকে: আল্লাহ তাআলার বাণী:

{وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ ٨٢} [الإسراء: ٨٢]

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; আর তা যালিমদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [আল-ইসরা: ৮২]

আর এটি ব্যাপক — রোগব্যাধি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৈহিক আরোগ্য এবং পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা থেকে ভাবগত (মানসিক) আরোগ্য উভয়কে শামিল করে; এবং তা মানসিক রোগসমূহ (উদ্বেগ - বিষণ্ণতা - আতঙ্ক - ভীতি) এবং রুহানী রোগসমূহ (জিনের স্পর্শ - সিহর - হাসাদ) শামিল করে। এর অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী:

{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: ৪৪]

"বলুন: তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য।" [ফুসসিলাত: ৪৪]

এবং তাঁর বাণী:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ ٥٧} [يونس: ৫৭]

"হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, এবং অন্তরসমূহে যা আছে

তার আরোগ্য, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" [ইউনুস: ৫৭]

২. আশ-শারহুস সাগীর-এ রয়েছে: "সমস্ত কুরআনই আরোগ্য; আর আল্লাহ তাআলার বাণী (وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ) -এ (مِنْ) হলো ব্যাখ্যামূলক (লিল-বায়ান)"(৩১)।

ইবনুল কাইয়িম বলেছেন: "আর এটি জানা কথা যে, কোনো কোনো কথার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরীক্ষিত উপকারিতা; তাহলে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কালাম সম্পর্কে ধারণা কী হবে — যে কালামের শ্রেষ্ঠত্ব সকল মর্যাদার উপর তেমনই, যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর; যা পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য, উপকারী রক্ষাকবচ, পথপ্রদর্শক আলো এবং সর্বব্যাপী রহমত; যা যদি কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো, তবে তা তার মহিমা ও গাঙ্গীর্যে বিদীর্ণ হয়ে যেত?! আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

{وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ৮২]

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" [আল-ইসরা: ৮২]

এখানে {مِنْ} জাতি নির্দেশের জন্য (লি-বায়ানিল জিনস), অংশ নির্দেশের জন্য (তাবঈয) নয় — দুই মতের মধ্যে এটিই অধিক শুদ্ধ"(৩২)।

৩. সুন্নাহ থেকে: নবী ﷺ-এর কর্ম এবং রুকইয়াহর ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ বহু হাদীসে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে; তিনি যারা তাঁর কাছে যেত তাদেরকে দুআ ও কুরআন দিয়ে রুকইয়াহ করতেন।

৪. ইজমা: কেননা নববী এবং অন্যান্য ইমামগণ কুরআন ও অন্যান্য বর্ণিত দুআসমূহ দ্বারা রুকইয়াহ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন(৩৩)। আর এখানে এর দলিলসমূহে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়।

রুকইয়াহর শর্তসমূহ

১. রুকইয়াহ হতে হবে আল্লাহর কিতাব, তাঁর যিকর, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি দ্বারা, এবং নবী ﷺ থেকে বর্ণিত (মাসূর) বাক্য দ্বারা, এবং মুবাহ দুআসমূহের মধ্য থেকে জায়েয বাক্য দ্বারা। এর ভিত্তিতে হারাম হবে অস্পষ্ট-দুর্বোধ্য শব্দ, তিলিসমাত ও শয়তানদের নাম দিয়ে রুকইয়াহ করা; নববী এ ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন(৩৪)। অনুরূপভাবে হারাম হবে সেসব জিনিস দ্বারা রুকইয়াহ করা যেগুলোর হারাম হওয়া প্রমাণিত — নাজাসাত ও হারাম বস্তুসমূহ, মানুষকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা, অথবা গায়েবের দাবি করা।

২. রুকইয়াহ হতে হবে আরবি ভাষায়, অথবা এমন অন্য ভাষায় যার অর্থ জানা যায়। এর ভিত্তিতে অজ্ঞাত কোনো ভাষায় অথবা অর্থ-অজানা বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা রুকইয়াহ করা জায়েয নয়।

৩. রাকী যেন এই বিশ্বাস না রাখে যে রুকইয়াহ নিজে নিজেই প্রভাব ফেলে; বরং তা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার নির্ধারণেই প্রভাব ফেলে। সুতরাং যে এমন বিশ্বাস রাখল, সে শিরকে পতিত হলো; আর আরোগ্যের মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়(৩৫)।

❖ রুকইয়াহর তিন শর্ত

- ☐ আল্লাহর কিতাব, যিকর, নাম ও গুণাবলি, বর্ণিত বা মুবাহ দুআ দিয়ে; দুর্বোধ্য শব্দ, তিলিসমাত ও শয়তানদের নামে হারাম
- ☐ আরবি ভাষায়, অথবা এমন ভাষায় যার অর্থ জানা যায়
- ☐ বিশ্বাস: রুকইয়াহ নিজে নিজে প্রভাব ফেলে না, আল্লাহর নির্ধারণেই ফেলে

চতুর্থ মাতলাব: ইজতিহাদ ও তাওকীফের দিক থেকে রুকইয়াহর মূলনীতি

মাসআলার চিত্রায়ণ:

এখানে রুকইয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অ-মাসূর (বর্ণনায় আসেনি এমন) রুকইয়াহ; আর মাসূর রুকইয়াহ এ গবেষণার আওতাবহির্ভূত। এর উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে অ-মাসূর দুআসমূহ, এবং চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োগ — যেমন কালো মিসক, সিদর ও নানা প্রকার চিকিৎসাগত ভেষজ ইত্যাদি ব্যবহার করা।

বিতর্কের স্থান নির্ধারণ:

১. উভয় পক্ষ একমত যে, মাসূর রুকইয়াহ তার পাঠ, সংখ্যা ও পদ্ধতির দিক থেকে তাওকীফি — যদি সে ব্যাপারে নস এসে থাকে; আর মতভেদের স্থান হলো অ-মাসূর রুকইয়াহ(৩৬)।

❖ গবেষণার আওতা

মাসূর রুকইয়াহ (বর্ণনায় এসেছে)	অ-মাসূর রুকইয়াহ (বর্ণনায় আসেনি)
পাঠ, সংখ্যা ও পদ্ধতিতে তাওকীফি, যদি নস থাকে; উভয় পক্ষ একমত	মতভেদের স্থান
এ গবেষণার আওতাবহির্ভূত	উদাহরণ: অ-মাসূর দুআ; চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োগ, যেমন কালো মিসক, সিদর, ভেষজ

◆ এক নজরে

- ★ চিকিৎসা গ্রহণের বিধানে ছয়টি মত; ফকীহগণ বৈধতায় একমত
- ★ রাজিহ মত অনুযায়ী রাকীর জন্য রুকইয়াহ মানদূব (মুস্তাহাব)
- ★ মুস্তাহাব মতভেদের স্থান; লেখকের অধিকতর নিকটবর্তী মত: অবস্থাভেদে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ বা হারাম
- ★ রুকইয়াহর তিন শর্ত: আল্লাহর কালাম-নাম, বোধগম্য ভাষা, আল্লাহর নির্ধারণে প্রভাবের বিশ্বাস
- ★ ঘূমানোর ও সকাল-সন্ধ্যার যিকরের সময়, সংখ্যা ও পদ্ধতি তাওকীফি
- ★ মতভেদের স্থান: অ-মাসূর রুকইয়াহ

◆ যাচাই করুন

১. শাফিঈদের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ কখন ওয়াজিব?

ক. সবসময়

খ. যখন তার উপকার নিশ্চিতভাবে জানা যায়

২. কোন মাযহাবের মত, চিকিৎসা মুবাহ কিন্তু বর্জন করাই উত্তম?

ক. মালিকী

খ. হাম্বলী

গ. শাফিঈ

৩. রাজিহ মত অনুযায়ী রাকীর জন্য রুকইয়াহর বিধান কী?

ক. ওয়াজিব

খ. মানদূব (মুস্তাহাব)

গ. মাকরুহ

৪. লেখকের অধিকতর নিকটবর্তী মতে জিনের আছর ও সব প্রকার সিহরের ক্ষেত্রে মুসতারকীর জন্য বিধান কী?

ক. মুবাহ

খ. মুস্তাহাব

গ. ওয়াজিব

৫. রুকইয়াহর শর্ত হিসেবে ভাষা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. আরবি, অথবা অর্থ জানা যায় এমন ভাষা

খ. যেকোনো অজানা ভাষা

৬. কোন বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত?

ক. সব রুকইয়াহ ইজতিহাদি

খ. মাসূর রুকইয়াহ পাঠ, সংখ্যা ও পদ্ধতিতে তাওকীফি, যদি নস থাকে

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-ক, ৬-খ

সুতরাং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে করা রুকইয়াহ, এবং সেসব যিকর — যেগুলোর দ্বারা ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষিত করা উদ্দেশ্য এবং যেগুলোর সময়, সংখ্যা, ধরন ও পদ্ধতি শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যেমন ঘুমানোর যিকর, সকাল-সন্ধ্যার যিকর ইত্যাদি — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। কারণ এগুলো শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে তাওকীফি; তাই এগুলোর সংখ্যায় বাড়ানো, কিংবা এগুলোর সময় বা ধরন পরিবর্তন করা জায়েয নয়; কেননা এগুলো যিকর, আর যিকরসমূহ তাওকীফি — বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসের কারণে; তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: "যখন তুমি তোমার শয্যা আসবে, তখন সালাতের অজুর মতো অজু করবে, অতঃপর তোমার ডান পাশে শয়ন করবে এবং বলবে: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে (আমার চেহারাকে) আপনার নিকট সমর্পণ করলাম, আমার কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম

টীকা

১. আল-হিদায়া শারহ বিদায়াতিল মুবতাদী — আল-মারগীনানী: (৪/৯৭)।

2. ফায়যুল কাদীর: (৪/৪৫৮)।
3. আহমাদ এটি আল-মুসনাদ-এ বর্ণনা করেছেন (২৪/২১৯), হাদীস নং ১৫৪৭৪; তিরমিযী তাঁর সুনানে (৪/৩৯৯), হাদীস নং ২০৬৫; এবং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে (১১৩৭), হাদীস নং ৩৪৩৭। আবু ঈসা বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস। আর আলবানী দাঈফু সুনানিত তিরমিযী-তে (পৃ. ২২২) একে দুর্বল বলেছেন।
4. (১/২৫৫)।
5. আর-রুকইয়াতুশ শারইয়াহ: আহকামুহা ওয়া মাযাহিবুল ফুকাহাই ফীহা — অধ্যাপক ড. আজীল জাসিম আন-নাশমী, ইন্টারনেটে প্রকাশিত গবেষণা।
6. দেখুন: শারহুন নববী আলা মুসলিম: (১৪/১৯১)।
7. (৪/৯৭)
8. (১/২২৭)।
9. দেখুন: আল-ইকনা — আশ-শিরবীনী: (১/২০৯)।
10. শারহুন নববী আলা মুসলিম: (১৪/১৯১)।
11. আল-আদাবুশ শারইয়াহ — ইবনে মুফলিহ: (৩/১৮৯)
12. (১/১১২)।
13. বাদাইউস সানাই: (৫/১২৭)।
14. আল-আদাবুশ শারইয়াহ — ইবনে মুফলিহ: (২/৪৬৭)
15. দেখুন: হাশিয়াতুল বুজাইরমী আলা শারহি মানহাজিত তুল্লাব: (১/৪৪৮)।
16. আল-মুবদি শারহুল মুকনি: (২/১৯৪)
17. মাজমুউল ফাতাওয়া — শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (২৪/২৬৯)।
18. দেখুন: আল-মুবদি শারহুল মুকনি: (২/১৯৪)।
19. দেখুন: শারহুন নববী আলা মুসলিম: (৩/৯০), আল-বাহরুর রাইক: (৮/২৩৭), উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী: (১৮/৩০৩)।
20. দেখুন: আউনুল মাবুদ: (১০/২৭১), ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১০/১৯৬)।
21. দেখুন: আন-নাওয়াযিল ফির রুকইয়াহ: (৪১), মায়সা আশ-শাম্মারী।
22. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৬) হাদীস নং ২১৯৮।
23. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৩) হাদীস নং ২১৯১।
24. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭১৮) হাদীস নং ২১৮৬।
25. দেখুন: আর-রদু আলাল বাকরী: (১/৩৮৩)
26. মাজমুউল ফাতাওয়া — শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/১৮২)
27. দেখুন: আন-নাওয়াযিল ফির রুকইয়াহ: (৪১), মায়সা আশ-শাম্মারী।
28. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭১৮) হাদীস নং ২১৮৪।
29. সহীহুল বুখারী (১/২৫৯), হাদীস নং ৫৬৭৫; সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২১) হাদীস নং ২১৯১
30. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৩) হাদীস নং ২১৯২।
31. হাশিয়াতুস সাবী আলাশ শারহিস সাগীর: (১১/২৯৩)।
32. যাদুল মাআদ (৪/১৭৭)।
33. দেখুন: শারহুন নববী আলা মুসলিম: (১৪/১৬৮)।

34. দেখুন: শারহুন নববী আলা মুসলিম: (১৪/১৬৮)।

35. দেখুন: শারহু যুরকানী: (৪/৪১৭), শারহুন নববী আলা মুসলিম: (৩/৯৩), ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১০/১৯৬)

36. দেখুন: আল-মুনইয়াহ ফী তাওযীহি মা আশকাল মিনার রুকইয়াহ — ফারকুস: (১০)।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

মতভেদের স্থান, আলিমগণের মতসমূহ ও তাঁদের দলিল

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ
بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتْ عَلَى الْفَطْرَةِ فَاجْعَلْهُمْ
وَاجْعَلْهُمْ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذَكِرْهُمْ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا
وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".

"...আর আমি আমার পিঠ তোমার দিকেই সঁপে দিলাম, ভয় ও আশা নিয়ে তোমার দিকে; তোমার (পাকড়াও) থেকে কোনো আশ্রয়স্থল নেই, কোনো নিষ্কৃতির পথ নেই — তোমারই দিকে ছাড়া। আমি ঈমান এনেছি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর উপর। — তাহলে যদি তুমি (সে রাতে) মারা যাও, ফিতরাতের উপরই মারা যাবে। সুতরাং এ কথাগুলোকেই তোমার সর্বশেষ কথা বানাও।" তখন আমি মুখস্থ করে শোনাতে গিয়ে বললাম: "ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা" (তোমার প্রেরিত রাসূলের উপর)। তিনি বললেন: "না, বরং — ওয়া বিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা" (তোমার প্রেরিত নবীর উপর)।

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন (১)। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবীর শব্দের সঙ্গেই আবদ্ধ থাকা এবং তা পরিবর্তন না করা (আবশ্যিক)।

২. উভয় পক্ষ একমত যে, শিরকপূর্ণ ও হারাম রুকইয়াহগুলো নিষিদ্ধ; মতভেদ এর বাইরের বিষয়গুলোতে।

আর মতভেদের স্থান হলো সেই রুকইয়াহ যা মা'সূর (বর্ণনায় প্রমাণিত) নয়, অথচ তা দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হয় — সেটি কি তাওকীফি, না ইজতিহাদি?

আলিমগণের বক্তব্য

প্রথম মত: রুকইয়াহ ইজতিহাদি

মতটির সম্বন্ধ:

এ মতটিই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুহর কর্মপন্থার বাহ্যিক অর্থ (২)।

আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর কথা থেকেও এটি বোঝা যেতে পারে; কেননা তিনি রুকইয়াহকে ওষুধের প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর ওষুধের ব্যাপারে মূল বিধান হলো বৈধতা (৩)।

আর এটিই ইবনুল কাইয়িমের কথার বাহ্যিক অর্থ, যেখানে তিনি বলেছেন:

"والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة

فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن

لا يحل السحر إلا ساحر"

"আর দ্বিতীয় প্রকার হলো রুকইয়াহ, তা'আউউয (আশ্রয়প্রার্থনার বাক্য), দোয়া ও মুবাহ ওষুধের মাধ্যমে নুশরাহ (জাদু খোলা) — এটি জায়েয, বরং মুস্তাহাব। আর নিন্দিত প্রকারটির উপরই হাসানের বক্তব্য 'জাদু জাদুকর ছাড়া কেউ খোলে না' প্রযোজ্য করা হবে।" (৪)

এখানে তিনি স্পষ্টভাবে দোয়াসমূহ ও মুবাহ ওষুধের কথা বলেছেন। আর এটিই শাওকানীর কথার বাহ্যিক অর্থ, যেখানে তিনি — রহিমাহুল্লাহ — বলেছেন:

«وفي الحديثين دليلٌ على جوازِ الرقية بكتابِ الله تعالى، ويلتحقُ

به ما كان بالذِّكْر والدَّعَاءِ المأثور، وكذا غيرِ المأثور ممَّا لا يُخَالِفُ

ما في المأثور»

«এ দুই হাদীসে দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কিতাব দিয়ে রুকইয়াহ করা জায়েয; আর এর সঙ্গে যুক্ত হবে যা কিছু মা'সূর যিকর ও দোয়া দিয়ে হয়, এবং তেমনভাবে অ-মা'সূর সেসব (বাক্য) যা মা'সূরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।» (৫)

আর সুযুতী «আল-ইতকান»-এ বলেছেন:

"وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين"

"এ বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করা হয় তার অধিকাংশেরই ভিত্তি ছিল নেককারদের অভিজ্ঞতা।" (৬)

আর ইবনে বায — তাঁর দুই মতের একটিতে — স্পষ্ট করে বলেছেন যে, রুকইয়াহ চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং শরঈ শর্তাবলি — যেমন বৈধতা ও অপবিত্রতামুক্ত হওয়া ইত্যাদি — সাপেক্ষে অভিজ্ঞতার দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয়; আর তিনি একটি শ্রুতি-ফতোয়ায় (অডিও ফতোয়ায়) তা স্পষ্ট করেছেন (৭)।

আর পানি ও বরই পাতায় (কুরআন) পড়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের জবাবে «কিতাবুত তাওহীদ»-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ «ফাতহুল মাজীদ»-এর উপর তাঁর টীকায় তিনি বলেছেন:

"أقول: اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم ووهب ابن منبه وابن القيم ليس في محله بل هو غلط من الشيخ حامد؛ لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع، بل هو من باب التداوي"

"আমি বলি: ব্যাখ্যাকার ইবনে আবী সুলাইম, ওয়াহব ইবনে মুনাবিহ ও ইবনুল কাইয়িম থেকে যা উল্লেখ করেছেন তার উপর শাইখ হামিদের আপত্তি যথাস্থানে নয়, বরং তা শাইখ হামিদের পক্ষ থেকে একটি ভুল; কারণ কুরআনুল কারীম, বরই পাতা ও অনুরূপ মুবাহ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।" (৮)

আর আমি লক্ষ করেছি যে, ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ সাহাবী ও তাবিঈদের থেকে বর্ণিত রুকইয়াহগুলোকে জায়েয বলেন — যদিও সে বিষয়ে কোনো নস (স্পষ্ট বর্ণনা) না-ও থাকে; আর যে বিষয়ে তিনি কোনো আসার পান না, তা নিষেধ করেন।

আর এটিই কয়েকটি স্থানে ইবনে উসাইমীনের সুস্পষ্ট বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন:

"وأما كتابة القرآن بالأوراق ثم توضع في الماء ويشرب الماء أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويرج فيه ثم يشرب أو النفط في الماء بالقرآن ثم يشرب فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر"

"আর কাগজে কুরআন লিখে তা পানিতে রাখা ও সেই পানি পান করা, কিংবা পাত্রের গায়ে লিখে তারপর তাতে পানি ঢেলে ঝাঁকিয়ে পান করা, অথবা কুরআন পড়ে পানিতে নাফস (হালকা ফুঁ) দিয়ে তা পান করা — এ বিষয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সুন্নত আছে বলে আমি জানি না; তবে এটি সালাফের আমল ছিল, আর তা এমন একটি বিষয় যা

مَجْرَبٌ وَحِينَئِذٍ نَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ أَيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَصْنَعَ هَذَا
لِلْمَرْضَى لِيَنْتَفِعُوا بِهِ.."

অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত। তখন আমরা বলব: এতে কোনো অসুবিধা নেই — অর্থাৎ রোগীদের উপকারের জন্য এটি করতে কোনো অসুবিধা নেই..." (৯)

আর তিনি বলেছেন:

"أَنْ يَنْفُثَ الْإِنْسَانُ بَرِيقَ تَلَا فِيهِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مِثْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ
وَالْفَاتِحَةُ رَقِيَّةٌ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَرْقَى بِهِ الْمَرِيضُ فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَنْفُثُ
فِي الْمَاءِ فَإِنْ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ مَجْرَبٌ وَنَافِعٌ بِإِذْنِ
اللَّهِ..."

"মানুষ এমন থুতুসহ ফুঁ দেবে যাতে সে কুরআনুল কারীম পড়েছে — যেমন সে সূরা ফাতিহা পড়বে; আর ফাতিহা তো রুকইয়াহ, এবং রোগীর উপর যা দিয়ে রুকইয়াহ করা হয় তার মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠগুলোর একটি। সুতরাং সে ফাতিহা পড়ে পানিতে ফুঁ দেবে — এতে কোনো অসুবিধা নেই। কতিপয় সালাফ এটি করেছেন, আর তা পরীক্ষিত এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী..." (১০)

আর এটিই শাইখ ইবনে জিবরীন রহিমাহুল্লাহর সুস্পষ্ট অভিমত, যেখানে তিনি বলেছেন: রুকইয়াহ শরইয়াহকে নির্দিষ্ট কোনো সূরায়, নির্দিষ্ট কোনো আয়াতে বা নির্দিষ্ট কোনো দোয়ায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং তা অব্যাহত রাখা হয়েছে, যেমন তাঁর (নবী ﷺ-এর) বাণীতে এসেছে:

لَا بَأْسَ بِالرَّقِيَّةِ مَا لَمْ تَكُنْ شَرَكًا

(রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়) (১১)

আর এ মতই বলেছেন শাইখ আলবানী — কিছু নিয়ন্ত্রক শর্তসহ (১২)। আর এ মত সম্বন্ধ করা হয়েছে আকীদা বিভাগের প্রধান শাইখ নাসির আল-আকলের প্রতি (১৩), তেমনিভাবে ড. আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদের প্রতি (১৪), এবং শাইখ আবদুল্লাহ আয-যিমারী (ইয়েমেনের আলিমগণের একজন)-এর প্রতি (১৫):

আর তাঁদের কেউ কেউ এ মতটি অধিকাংশ আলিমের দিকে সম্বন্ধ করেছেন; আর কেউ কেউ এটিকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যে, ইজতিহাদ যেন গায়েবি, সন্দেহপূর্ণ বা অস্পষ্ট বিষয়ে না হয় — কেননা সেখানে অবশ্যই বিষয়টি আলিমগণের সামনে পেশ করে তার হুকুম জেনে নিতে হবে (১৬)।

দ্বিতীয় মত: রুকইয়াহ তাওকীফি

মতটির সম্বন্ধ:

এ মতটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে ফতোয়া বিষয়ক আল-লাজনা তুদ দায়িমা (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি) — যার সদস্য ছিলেন শাইখ বকর আবু য়ায়েদ, শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ান, শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান ও শাইখ আবদুল আযীয আলুশ শাইখ, এবং সভাপতিত্বে ছিলেন শাইখ আবদুল আযীয ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে বায।

আর ফতোয়ার মূল পাঠ:

"الرقية الشرعية توقيفية لا يجوز الزيادة فيها على الوجه المشروع ، وقد أدخل بعض الناس في الرقية الشرعية صنوفا من المحدثات جهلا أو تأكلا ، أو من تلاعب الشيطان ببعضهم"

"রুকইয়াহ শরঈয়াহ তাওকীফি; শরীয়তসম্মত পন্থার উপর তাতে বাড়ানো জায়েয নয়। আর কিছু মানুষ অজ্ঞতাবশত, কিংবা (মানুষের সম্পদ) খাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা তাদের কারও কারও সঙ্গে শয়তানের খেলার কারণে রুকইয়াহ শরঈয়াহতে নানা প্রকার নবউদ্ভাবিত বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছে।" (১৭)

আর এটিই শাইখ আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদের বক্তব্য (১৮)। আর আলবানী রহিমাল্লাহর কথা থেকেও তাঁর দ্বিতীয় একটি মত হিসেবে এটি বোঝা যেতে পারে, যেখানে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন:

"نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لا بد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا"

"অভিজ্ঞতার সাফল্য তার শরীয়তসম্মত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়; অবশ্যই এমন দলিল থাকতে হবে যা শরীয়তসম্মত হওয়াকে সমর্থন করে — অন্যথায় নয়।"

তার কথা এখানেই শেষ, রহিমাল্লাহ।

তৃতীয় মত: তাওকীফ ও ইজতিহাদি (উভয়ই)

তাওকীফ — আল্লাহ আয়া ওয়া জাল্লার যিকরের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শরঈ ওয়িদ ও আযকার এবং সেগুলোর মধ্যকার মুবাহ অংশের ক্ষেত্রে।

আর ইজতিহাদি — এই অর্থে যে, বর্ণিত আযকার ও দোয়ার উপর মুবাহ দোয়া বাড়ানো কোনো অসুবিধা ছাড়াই জায়েয।

এ মত বলেছেন শাইখ হিশাম আল-বাইলী (১৯), আর এ মত বলেছেন শাইখ সালিহ আল-জাযযা' (২০) এবং শাইখ মুহাম্মদ ফারকুস (২১)।

আর স্পষ্ট হয় যে, এ মতটি বিতর্কের স্থানের বাইরে; এবং এর প্রত্যাবর্তন গিয়ে ঠেকে "রুকইয়াহ ইজতিহাদি" — এই মতেই।

চতুর্থ মত

রুকইয়াহ ইজতিহাদি, তবে শর্ত হলো আলিমগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও শিরক না হওয়া।

আর এটি শাইখ আবদুল্লাহ আস-সাদহানের অভিমত; তিনি দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন (اعرضوا علي رقاكم) — "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো" — এই হাদীসটি। সুতরাং অভিজ্ঞতালব্ধ যা কিছু নসের বিরোধী নয়, বরং তাকে সমর্থন করে, এবং আকীদা ও শরীয়তের আলিমগণ যা অনুমোদন করেছেন — তাতে কোনো অসুবিধা নেই (২২)।

আর স্পষ্ট হয় যে, এ মতটি "রুকইয়াহ ইজতিহাদি" — এ মতের দিকেই ফিরে যায়; এতে সর্বোচ্চ যা আছে তা হলো একটি শর্ত বা নিয়ন্ত্রক বিধি বাড়ানো। এর ভিত্তিতে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি প্রথম মতের সঙ্গে অভিন্ন।

◆ রুকইয়াহ নিয়ে চার মত

মত	যাঁদের দিকে সম্বন্ধ
প্রথম: রুকইয়াহ ইজতিহাদি	ইবনে বায (দুই মতের একটিতে), ইবনে উসাইমীন, ইবনে জিবরীন, আলবানী (শর্তসহ), সুযুতী; শাওকানী, ইবনে আক্বাস, ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ
দ্বিতীয়: রুকইয়াহ তাওকীফ	স্থায়ী ফতোয়া কমিটি; শাইখ আল-আব্বাদ; আলবানীর দ্বিতীয় একটি মত হিসেবে বোঝা যেতে পারে
তৃতীয়: যিকরে তাওকীফ, মুবাহ দুআ বাড়ানো ইজতিহাদি	হিশাম আল-বাইলী, সালিহ আল-জাযযা', মুহাম্মদ ফারকুস
চতুর্থ: ইজতিহাদি, শর্ত: আলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ ও শিরক না হওয়া	আবদুল্লাহ আস-সাদহান

লেখকের মূল্যায়ন: তৃতীয় মত বিতর্কের স্থানের বাইরে এবং প্রথম মতের দিকেই ফেরে; চতুর্থ মতও প্রথম মতে ফেরে, কেবল একটি শর্ত বাড়ে

মতসমূহের দলিল

প্রথম মতের দলিল

প্রথমত: কুরআন থেকে:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

{نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

إِلَّا خَسَارًا ۝ ٨٢ {الإِسْرَاءُ: ٨٢}

{আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়াই।}
[আল-ইসরা: ৮২]

আর এর অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী:

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ

لِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ {فصلت: ৪৪}

{আর যদি আমি একে অনারবি ভাষার কুরআন করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত: এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণিত হলো না কেন? অনারবি (কিতাব) অথচ (রাসূল) আরবি? বলো: তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য।}
[ফুসসিলাত: ৪৪]

আর তাঁর বাণী:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ

رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧ {يونس}

[৫৮, ৫৭ :

{হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ, এবং অন্তরসমূহে যা আছে তার জন্য আরোগ্য, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।} [ইউনুস: ৫৭, ৫৮]

আর এগুলো থেকে দলিল গ্রহণের দিক হলো: এতে কুরআন দিয়ে আরোগ্য কামনার বিষয়টি অব্যাহতভাবে (মুতলাকভাবে) এসেছে; আর "শিফা" (আরোগ্য) শব্দটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট), সুতরাং তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুকেই তা ব্যাপকভাবে শামিল করে।

সুতরাং কোনো মুজতাহিদ যদি ইজতিহাদ করে বলেন: মাস (জিনের স্পর্শ) রোগের অবস্থায় আমরা সূরা আস-সাফফাতের শুরুভাগ পড়ব — আর তা একটি রুহানি রোগ —, তবে তাঁর কাছে দলিল দাবি করা হবে না; কারণ নস অব্যাহত অনুমতিসহই এসেছে। সুতরাং যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, স্পর্শকারী রুহ অন্য আয়াতের চেয়ে এ আয়াতগুলোতে বেশি প্রভাবিত হয়, তখন আমরা এমন অবস্থাগুলোতে সেগুলো বেশি বেশি পড়ব; কারণ এ রুহগুলো মানুষের মতোই বোঝে, উপলব্ধি করে, ধারণ করে ও প্রভাবিত হয়; আর কুরআনের রয়েছে প্রভাব সৃষ্টিকারী অর্থ, ফলে যা প্রসঙ্গের সঙ্গে মানানসই তা তাদের উপর প্রভাব ফেলে — যদিও সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নববী নস না-ও এসে থাকে। এরপর আমরা যদি বলি: সাতবার পড়া হবে — এটিকে সুন্নত বলে বিশ্বাস না করে, বরং তাওয়াফের সংখ্যা ও তদ্রূপ যেসব ক্ষেত্রে সাত সংখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে তার সঙ্গে বরকতের আশায় — তবে তা একটি জায়েয ইজতিহাদ হবে।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ থেকে — এ অধ্যায়ে বহু হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে:

১. জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان لي خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.

আমার এক মামা ছিলেন, যিনি বিচ্ছুর (দংশনের) জন্য রুকইয়াহ করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করলেন। তিনি (জাবির) বলেন: তখন তিনি (মামা) তাঁর কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছেন, অথচ আমি বিচ্ছুর জন্য রুকইয়াহ করি। তখন তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে।"

এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى

রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করলেন। তখন আমার ইবনে হাযমের পরিবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে একটি রুকইয়াহ ছিল, যা দিয়ে আমরা বিছুর (দংশনের) রুকইয়াহ করতাম; আর আপনি তো রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছেন।

قال فعرضوها عليه فقال: " ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "

তিনি বলেন: তখন তারা সেটি তাঁর সামনে পেশ করল। তিনি বললেন: "আমি এতে কোনো অসুবিধা দেখছি না; তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তার উপকার করে।" (২৩)

জাবিরের হাদীস

১. মামা বিছুর জন্য রুকইয়াহ করতেন
জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা
২. রাসূলুল্লাহ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করলেন
জাবিরের বর্ণনা অনুযায়ী এরপর
৩. মামা এসে বললেন
আপনি নিষেধ করেছেন, অথচ আমি বিছুর জন্য রুকইয়াহ করি
৪. নবীর উত্তর
যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে
৫. অন্য বর্ণনা: আমার ইবনে হাযমের পরিবার
রুকইয়াহ পেশ করল; তিনি বললেন: কোনো অসুবিধা দেখছি না

হাদীসটি থেকে দলিল গ্রহণের দিকগুলো কয়েকটি:

ক) তাঁদের কথা: ((كَانَتْ عِنْدَنَا)) — "আমাদের কাছে ছিল": এটি প্রমাণ করে যে, রুকইয়াহটি জাহিলিয়াতে, শরীয়ত আসার আগে থেকেই ছিল। তাই তিনি তা পেশ করতে বললেন, যাতে এর সঠিকতা জানা যায়; আর উপকারী প্রতিটি রুকইয়াহ দিয়ে মানুষের উপকার করতে তিনি তাঁদের উৎসাহ দিলেন।

খ) তাঁর বাণী: "مِنْ اسْتَطَاعَ" — "যে পারে..." — আর এটি ব্যাপকতাবাচক (উমূম) বাক্যরূপগুলোর একটি, এবং এর কোনো নির্দিষ্টকারী (মুখাসসিস) নেই।

গ) তাঁর কথা: ((فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ)) — "তখন তারা তা তাঁর সামনে পেশ করল"। এটি পেশ করাই প্রমাণ করে যে, তা মা'সূর ছিল না, বরং তা ছিল জাহিলিয়াতের অবশিষ্টাংশ; আর এ কারণেই বিষয়টি ওহীর সামনে পেশ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

ঘ) রুকইয়াহ চিকিৎসা ও আরোগ্যপ্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত, তাওকীফি ইবাদতমূলক আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটিই বহু আলিমের কর্মপন্থা; কেননা তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে রুকইয়াহর হাদীসগুলোর অধ্যায়-শিরোনাম দিয়েছেন "কিতাবুত তিব্ব" (চিকিৎসা অধ্যায়)-এ — যেমন করেছেন বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ (২৪)।

ঙ) রুকইয়াহ যদি তাওকীফি হতো, তবে নবী ﷺ জাহিলিয়াতের রুকইয়াহগুলোর একটিকে অনুমোদন করতেন না — অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুর রুকইয়াহ ও তদ্রূপ। আর আমাদের তো এর প্রয়োজনই বা কী, যখন আমাদের কাছে মুআওয়িয়াত (আশ্রয়প্রার্থনার সূরাসমূহ) রয়েছে, যা এগুলোর অভাব পূরণ করে? কিন্তু (তিনি) সেগুলোকে জায়েয করেছেন এ ধরনের

বিষয়ে শরঈ মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য — আর তা হলো শর্তসাপেক্ষ ইজতিহাদ। আর সেগুলো যদি তাওকীফি হতো, তবে সেগুলো পুনর্বিবেচনার সুযোগই মূলত খুলে দেওয়া হতো না; কারণ সেগুলো কুরআন ও মা'সূর সূন্যাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

◆ দলিল গ্রহণের দিক (প্রথম মতের পক্ষ থেকে)

জাবিরের হাদীস: প্রথম মতের দলিল-গ্রহণ

‘আমাদের কাছে ছিল’

রুকইয়াহটি জাহিলিয়াতের; তাই পেশ করতে বলা হয়

‘যে পারে...’

ব্যাপকতাবাচক; কোনো নির্দিষ্টকারী নেই

‘তারা তা পেশ করল’

রুকইয়াহটি মাসূর ছিল না; ওহীর সামনে পেশের প্রয়োজন

অধ্যায়-শিরোনাম

বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী: কিতাবুত তিব্ব

তাওকীফি হলে

জাহিলিয়াতের রুকইয়াহ অনুমোদিত হতো না

আর কুরতুবী বলেছেন:

"دليل على جواز الرقى والتطيب بما لا ضرر فيه، ولا منع شرعياً مطلقاً وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهوماً وفيه: الحُصُّ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز"

"(এতে) দলিল রয়েছে যে, যাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং যাতে কোনো ব্যাপক শরঈ নিষেধাজ্ঞা নেই, এমন জিনিস দিয়ে রুকইয়াহ ও চিকিৎসা করা জায়েয — যদিও তা আল্লাহ তাআলার নাম ও তাঁর কালাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়, তবে শর্ত হলো তা বোধগম্য হতে হবে। আর এতে রয়েছে: প্রত্যেক সম্ভব ও জায়েয উপায়ে মুসলিমদের থেকে রোগ ও ক্ষতি দূর করার চেষ্টায় উৎসাহদান।" (২৫)

২. আউফ ইবনে মালিক আল-আশজাঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ
اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

আমরা জাহিলিয়াতে রুকইয়াহ করতাম। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" (২৬)

এটি থেকে দলিল গ্রহণের দিক তিনটি:

ক) তাঁর কথা (كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ) — "আমরা জাহিলিয়াতে রুকইয়াহ করতাম"। এই বাক্যরূপটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের পরেও রুকইয়াহ চলমান ছিল; নিষেধাজ্ঞা তাঁদের কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁরা তা থেকে বিরত হননি। তারপর যখন তা তাঁদের কাছে পৌঁছল, তখন তাঁরা সেটি তাঁর সামনে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করলেন; আর যখন স্পষ্ট হলো যে তা শিরকমুক্ত, তখন তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। আর প্রত্যেক উপকারী মুবাহ বিষয়ের ক্ষেত্রেই এমনটিই হয়ে থাকে।

খ) তাঁর বাণী দ্বারা: (اعرضوا علي رقاكم) — "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো": জাহিলিয়াতের সঙ্গে তাঁদের সময়ের নৈকট্যের কারণে তিনি — আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম — তাঁর সামনে পেশ করার মাধ্যমে সেগুলোর শিরকমুক্ত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। তারপর যখন তাঁর কাছে তা স্পষ্ট হলো, তখন তিনি শিরক না থাকার শর্তসহ অব্যাহত অনুমতি দিলেন।

গ) তাঁর বাণী: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) — "রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে": হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে বৈধতার কথা বলছে, এবং (বলছে যে) মূল বিধান হলো বৈধতা — যতক্ষণ তার সঙ্গে

শিরক যুক্ত না হয়।

ঘ) আর রুকইয়াহ যদি তাওকীফি হতো, তবে তিনি তাঁদের বলতেন: (জাহিলিয়াতের সব রুকইয়াহ ছেড়ে দাও এবং ইসলামের রুকইয়াহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো)।

ঙ) তিনি বলেননি: "তোমাকে এ রুকইয়াহ কে শিখিয়েছে?" এবং তিনি এ-ও বলেননি: "ওহীতে যা এসেছে তা ছাড়া রুকইয়াহ করবে না।"

◆ দলিল গ্রহণের দিক

আউফ ইবনে মালিকের হাদীস

‘জাহিলিয়াতে রুকইয়াহ করতাম’
ইসলামের পরেও চলমান; নিষেধ
পৌঁছালে পেশ করেন

‘আমার সামনে পেশ করো’
শিরকযুক্ত কি না নিশ্চিত হতে

‘শিরক না থাকলে অসুবিধা নেই’
বৈধতাই মূল বিধান

তাওকীফি হলে
জাহিলিয়াতের সব রুকইয়াহ ছেড়ে
দিতে বলতেন

তিনি যা বলেননি
‘এ রুকইয়াহ কে শিখিয়েছে?’; ‘ওহীতে
যা এসেছে তা ছাড়া নয়’

এর উপর কয়েকটি সমালোচনা করা হয়েছে:

প্রথম আপত্তি:

পূর্বোক্ত আউফের হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রুকইয়াহর মধ্যে যা কিছু শিরকের দিকে নিয়ে যায় তা নিষিদ্ধ; আর যার অর্থ বোধগম্য নয়, তা শিরকের দিকে নিয়ে যাবে না — এ ব্যাপারে নিরাপত্তা নেই; সুতরাং সতর্কতাবশত তা নিষিদ্ধ (২৭)।

দ্বিতীয় আপত্তি:

এটি সেই "আম" (ব্যাপক) বাক্য যা দ্বারা "খাস" (বিশেষ) অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে; এখানে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়, এবং সব রুকইয়াহকে অন্তর্ভুক্ত করাও উদ্দেশ্য নয়। এর প্রমাণ এই যে, তিনি শিরককে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হারাম বিষয়গুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেননি — অথচ সেগুলোর ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই (২৮)।

আর এর জবাব তিনটি দিক থেকে:

প্রথম: ব্যাপকতা অস্বীকার করাটি মেনে নেওয়া হবে না; কারণ "আল" জিনসিয়াহ (জাতিবাচক আলিফ-লাম) পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির (ইসতিগরাক) অর্থ দেয়।

দ্বিতীয়: মূল বিধান হলো ব্যাপকতা, আর দলিল ছাড়া তাখসীস (নির্দিষ্টকরণ) প্রতিষ্ঠিত হয় না; যে তা দাবি করবে, তার কাছে দলিল চাওয়া হবে। আর যা দলিল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত, তা দলিল ছাড়া অপসারিত হয় না।

তৃতীয়: হাদীসটি রুকইয়াহর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের হুকুম বর্ণনার উদ্দেশ্যেই এসেছে; সুতরাং উত্তরটি প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি শর্তসাপেক্ষে প্রত্যেক উপকারী রুকইয়াহর ক্ষেত্রে হুকুমটিকে ব্যাপক করে দিয়েছেন।

চতুর্থ: তিনি শিরকের বিষয়ে সতর্ক করেছেন কেবল এ কারণে যে, জাহিলিয়াত ও শিরকের সঙ্গে তাঁদের সময়ের নৈকট্য ছিল — যেমনটি হাদীসের শুরুতেই সুস্পষ্ট।

পঞ্চম: তিনি হারাম বিষয়গুলোর কথা স্পষ্টভাবে বলেননি; কারণ উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে হারাম কিছু ছিল না, এবং কারণ প্রসঙ্গটি ছিল জায়েয ওষুধের প্রসঙ্গ (২৯)।

◆ আপত্তি ও জবাব

দ্বিতীয় আপত্তি: ব্যাপক বাক্যে বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য

প্রথম জবাব

জাতিবাচক আলিফ-লাম পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি বোঝায়

দ্বিতীয় জবাব

নির্দিষ্টকরণের দাবিদারের কাছে দলিল চাওয়া হবে

তৃতীয় জবাব

হাদীসটি ইজতিহাদের হুকুম বর্ণনায় এসেছে; উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

চতুর্থ জবাব

শিরকের সতর্কতা জাহিলিয়াতের নৈকট্যের কারণে

পঞ্চম জবাব

উল্লিখিত বিষয়ে হারাম কিছু ছিল না; প্রসঙ্গ জায়েয ওষুধের

বইয়ে 'তিন দিক' বলা হলেও গণনা পাঁচটি

আর ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী বলেছেন: জাবিরের হাদীসে এমন কিছু আছে যা প্রমাণ করে যে, যে রুকইয়াহতে উপকার রয়েছে তার সবই মুবাহ — কেননা নবী ﷺ-এর বাণী: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" — "যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে"। আর তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে সব রুকইয়াহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে — যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে। তারপর তিনি পূর্বোক্ত

আউফের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, এরপর বলেছেন: এটি প্রমাণ করে যে, যে রুকইয়াহতে শিরক নেই তা মাকরুহ নয় (৩০) — উদ্ধৃতি শেষ (৩১)।

আর হাফিয আবু বকর আল-বাইহাকী বলেছেন: "যে রুকইয়াহতে শিরক নেই তাতে অবকাশ দেওয়ার অধ্যায়" — এরপর তিনি পূর্বোক্ত আউফ ইবনে মালিকের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেছেন, তারপর বলেছেন: আর আউফের হাদীসটি রুকইয়াহর ব্যাপারে ব্যাপক — যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে; আর তেমনভাবে আবু সুফিয়ান থেকে জাবিরের সূত্রে এর সমার্থক বর্ণনা এসেছে। আর তিনি বলেছেন: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" — "তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে"। আর এতে দলিল রয়েছে যে, রুকইয়াহ বা তার সমার্থক বিষয়ে যত নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা কেবল সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেগুলো মুশরিকদের রুকইয়াহর অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞাত (দুর্যোগ) বিষয়; কেননা তা শিরকও হতে পারে (৩২) — উদ্ধৃতি শেষ।

তৃতীয় আপত্তি: যদি বলা হয় যে, রুকইয়াহ ও তার মাধ্যমসমূহ ইজতিহাদি, তবে দরজাটি খুলে যাবে এবং তা আর নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। আর এটিই তো জাহিলিয়াতে ঘটেছিল — এমনকি তারা তাতে শিরকও ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়, তা নিষেধেরই স্থান (৩৩)।

◆ এক নজরে

- ★ মতভেদের স্থান: যে রুকইয়াহ মাসূর নয়, অথচ তা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়
- ★ দুই পক্ষই একমত: শিরকপূর্ণ ও হারাম রুকইয়াহ নিষিদ্ধ
- ★ প্রথম মত: ইজতিহাদি; দ্বিতীয় মত: তাওকীফি (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি)
- ★ তৃতীয় মত: যিকরে তাওকীফি, মুবাহ দুআ বাড়ানো জায়েয
- ★ চতুর্থ মত: ইজতিহাদি, আলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ ও শিরক না হওয়ার শর্তে
- ★ প্রথম মতের দলিল: আরোগ্যের আয়াত, জাবির ও আউফের হাদীস

◆ যাচাই করুন

1. বিতর্কের স্থান কোনটি?

ক. যে রুকইয়াহ বর্ণনায় প্রমাণিত নয়, অথচ তা দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হয়

খ. বর্ণিত রুকইয়াহর পাঠ

2. স্থায়ী ফতোয়া কমিটির ফতোয়ায় কী বলা হয়েছে?

ক. রুকইয়াহ ইজতিহাদি

খ. রুকইয়াহ তাওকীফি; শরীয়তসম্মত পন্থার উপর বাড়ানো জায়েয নয়

3. উভয় পক্ষ কোন বিষয়ে একমত?

ক. শিরকপূর্ণ ও হারাম রুকইয়াহ নিষিদ্ধ

খ. সব অ-মাসূর রুকইয়াহ জায়েয

4. জাবিরের হাদীসে নবী মামাকে কী বললেন?

ক. রুকইয়াহ ছেড়ে দিতে

খ. যে ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে

5. আউফের হাদীসে রুকইয়াহতে কখন অসুবিধা নেই?

ক. যতক্ষণ তা মাসূর হয়

খ. যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে

6. লেখকের মূল্যায়নে তৃতীয় মত কোন মতের দিকে ফিরে যায়?

ক. দ্বিতীয় মত

খ. প্রথম মত (রুকইয়াহ ইজতিহাদি)

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

টীকা

1. সহীহুল বুখারী: (১/১১৫) নম্বর ২৪৭।
2. কেননা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেছেন: নারীর সন্তান প্রসব কঠিন হলে এই দুটি আয়াত ও (নিম্নোক্ত) বাক্যগুলো একটি পাত্রে/পাতায় লেখা হবে, তারপর তা ধুয়ে সেই পানি তাকে পান করানো হবে: "বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতিস সাব্বই ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম" — **كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا** [كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا] {ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون}। মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা — আওয়ামার নম্বরায়ন: (৭/৩৮৫), ২৩৯৭৪। আর এই পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো নস আসেনি; বরং তা ইজতিহাদি।
3. যেখানে তিনি বলেছেন: "কেননা ওষুধ বহু প্রকারের; আর ওষুধ ছাড়াও আরোগ্য অর্জিত হতে পারে — যেমন দোয়া ও রুকইয়াহ, আর তা ওষুধের দুই প্রকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ..." — আল-ফাতাওয়াল কুবরা: (৩/৭)।
4. ই'লামুল মুওয়াফ্ফিন: (৪/৩৯৬)।
5. নাইলুল আওতার: (৬/২১)।
6. আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন: (২/৪৩৪)।
7. শিরোনাম: «الرقية اجتهادية و ليست توقيفية و يجوز استعمال أي شيء مباح ثبت نفعه في» — «الرقية للشيخ ابن باز» — "রুকইয়াহ ইজতিহাদি, তাওকীফি নয়; আর যে কোনো মুবাহ জিনিস যার উপকারিতা প্রমাণিত, তা রুকইয়াহতে ব্যবহার করা জায়েয — শাইখ ইবনে বায" — ইউটিউবের একটি ভিডিও ক্লিপ।
8. মাওসুআতু তাওহীদি রাব্বিল উবাইদ: (৭/৬৭)।
9. মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলিহি: (১/৬৪)।
10. ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উসাইমীন: (1/107)।
11. আল-ফাতাওয়ায যাহাবিয়াহ ফির রুকইয়াতিশ শারইয়াহ — ইবনে জিবরীন (৪০-৪১)।
12. ইউটিউবে একটি ভিডিও ক্লিপ, শিরোনাম: «هل الرقية أمر توقيفي أم اجتهادي ؟ الألباني» — "রুকইয়াহ কি তাওকীফি বিষয় না ইজতিহাদি? — আলবানী"।
13. <http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=35745>
14. ইন্টারনেটে প্রকাশিত একটি গবেষণা।
15. ইউটিউবে একটি ভিডিও ক্লিপ, শিরোনাম: «الرقية ليست عبادة توقيفية» — "রুকইয়াহ তাওকীফি ইবাদত নয় — শাইখ আয-যিমারী"।
16. খলীফা আর-রাকী: https://www.khalifa-raqi.com/2017/07/blog-post_99.html
17. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা — দ্বিতীয় সংকলন: (১/১০০)।
18. দেখুন: শাইখ আল-আব্বাদের একটি অডিওর লিখিত রূপ। <http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5703>
19. দেখুন: <https://www.elbeialy.com/play-24968.html>
20. আল-আহকামুল ফিকহিয়াহ ফির রুকইয়াতিশ শারইয়াহ (১৪২-১৫০)।
21. <https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1144>
22. কাওয়াইদ ফির রুকইয়াতিশ শারইয়াহ — আস-সাদহান: (ক ২)।

23. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৬) নম্বর ২১৯৯।
24. আর-রুকাশ শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ আল-উবাইদ — প্রকাশিত গবেষণা।
25. আল-মুফহিম লিমা আশকাল মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম: (১৮/৬৬)।
26. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৭) নম্বর ২২০০।
27. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১০/১৯৫)।
28. আর-রুকাশ শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদ — ইন্টারনেটে প্রকাশিত গবেষণা।
29. পূর্বোক্ত সূত্র। সামান্য পরিবর্তনসহ।
30. শারহু মাআনিল আসার — আত-তাহাবী: (৪/৩২৬), ৬৬৭০।
31. আর-রুকাশ শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদ — ইন্টারনেটে প্রকাশিত গবেষণা।
32. আল-আদাব — বাইহাকী: (২/৪৫৯)।
33. দেখুন: আর-রুকাশ শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদ — ইন্টারনেটে প্রকাশিত গবেষণা।

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

আপত্তিসমূহের জবাব এবং রুকইয়াহ ইজতিহাদি হওয়ার দলিল

জবাব: এ দুটি বিষয়ের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কেননা শরীয়তে এমন বিরাট বিরাট অধ্যায় রয়েছে যেগুলো ইজতিহাদি, তবু সেগুলো সুনিয়ন্ত্রিত। আর রুকইয়াহর ক্ষেত্রে যদি এমন কিছু ঘটেও যা নিয়ন্ত্রণে আসে না এবং যা নিয়ে সন্দেহ ও দ্বিধা সৃষ্টি হয়, তবু তার অর্থ এই নয় যে ইজতিহাদ থেকেই নিষেধ করে দিতে হবে — যেমন ফিকহি ইজতিহাদে ভুল হয়ে যাওয়া সেই ইজতিহাদকে নিষিদ্ধ করে দেয় না।(১)

চতুর্থ আপত্তি:

রুকইয়াহর অধ্যায়ে শরীয়ত থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা-ই যথেষ্ট; এর বাইরের কিছু এতে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন নেই।(২)

জবাব: যে শরীয়ত রুকইয়াহ নিয়ে এসেছে, সেই শরীয়তই তো এ ব্যাপারে দরজা খুলে দিয়েছে এবং তা উন্মুক্ত রেখেছে — যেমন পূর্বে নসসমূহে অতিক্রান্ত হয়েছে।(৩)

৩. আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কিছু লোক এক সফরে ছিলেন; তাঁরা আরবের কোনো এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা মেহমানদারি করল না। এরপর তারাই তাঁদের বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? কেননা গোত্রপ্রধানকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে (কিংবা তিনি আক্রান্ত হয়েছেন)। তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ। এরপর তিনি তার কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করলেন, ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তাঁকে একপাল ছাগল দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: যতক্ষণ না আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করি। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমি

সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ করিনি। তখন তিনি মুচকি হাসলেন এবং বললেন: “তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?” এরপর বললেন: “তাদের কাছ থেকে (বিনিময়) গ্রহণ করো এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।” হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।(৪)

◆ আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস

- ১ সাহাবীরা সফরে এক গোত্রের কাছে মেহমানদারি চাইলেন
তারা মেহমানদারি করল না
- ২ গোত্রপ্রধানকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল
তারা বলল: তোমাদের মধ্যে রাকী আছে কি?
- ৩ এক সাহাবী সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করলেন
হাদীসে আছে, লোকটি সুস্থ হয়ে গেল
- ৪ একপাল ছাগল দেওয়া হলো
নবীকে জানানোর আগে তিনি নিতে অস্বীকার করলেন
- ৫ নবীকে বিষয়টি জানানো
মুচকি হেসে বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?
- ৬ নবীর নির্দেশ
তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো এবং আমার জন্যও একটি অংশ রাখো

এখানে দলিল গ্রহণের দিক তিনটি:

ক - নবী ﷺ-এর এই জিজ্ঞাসাই স্পষ্ট করে যে তাঁরা ইজতিহাদ করেছিলেন। আর ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে এসেছে(৫) — আবু সাঈদ বলেন:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا دَرَيْتُ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، شَيْءٌ أَلْقَاهُ

اللَّهُ فِي نَفْسِي

“আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো জানতামই না যে এটি রুকইয়াহ; এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন।”(৬)

খ - হাদীসের কোনো কোনো সনদে এসেছে যে, তাঁদের কেউ কেউ ঐ সাহাবীকে — যিনি দংশিত ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করেছিলেন — জিজ্ঞেস করেছিলেন: তুমি কি আগে রুকইয়াহ করতে? তিনি বললেন: না। সুতরাং রুকইয়াহ শরইয়াহ তাওকীফি হওয়ার ব্যাপারে যদি তাঁর কাছে আগে থেকেই কোনো জ্ঞান থাকত, তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে তিনি ইজতিহাদ করতেন না — যে ইজতিহাদ শেষ করার পর তা-ই তাঁকে বাধ্য করেছিল নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে।

গ - দংশিত ব্যক্তিকে করা তাঁর রুকইয়াহ যদি তাওকীফি হতো, তবে তাঁরা তাঁদের দেওয়া পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে থেমে যেতেন না — এমনকি নবী ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করতেন না; কারণ তাঁরা তো তাঁকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যা পূর্ববর্তী কোনো দলিল ছাড়াই করা হয়েছিল, বরং (তাওকীফি হলে) তাঁরা তাঁকে এ বিষয়ে মূলেই জিজ্ঞেস করতেন না।(৭)

ঘ - তাঁরা রুকইয়াহর ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছিলেন এবং নবী ﷺ তাঁদের ইজতিহাদের ব্যাপারে তাঁদের কোনো আপত্তি করেননি; তাঁরা তো কেবল পারিশ্রমিক সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর সেটিই ছিল তাঁদের সংশয়ের স্থান। তখন তিনি তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে তা জায়েয এবং এর বিনিময়ে যা নেওয়া হয়েছে তাও জায়েয।

প্রথম মতের পক্ষ থেকে

ফাতিহার হাদীস: দলিল গ্রহণের দিক

নবীর জিজ্ঞাসা

সাহাবীরা ইজতিহাদ করেছিলেন

ইবনে হিব্বানের বর্ণনা

‘জানতামই না এটি রুকইয়াহ; আল্লাহ
অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন’

আগে রুকইয়াহ করতেন কি

কোনো সনদে: না

পারিশ্রমিক

তাওকীফি হলে থেমে যেতেন না;
জিজ্ঞাসাই করতেন না

নবীর প্রতিক্রিয়া

ইজতিহাদে আপত্তি নেই; সংশয় ছিল
কেবল পারিশ্রমিকে

৪. আবু দাউদ ও আহমাদ শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমি হাফসার কাছে ছিলাম, এমন সময় নবী ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বললেন:

أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رَقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتُهَا الْكِتَابَةَ

“তুমি কি একে (হাফসাকে) ‘নামলা’-র রুকইয়াহ শিখিয়ে দেবে না, যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছ?”(৮)

তাঁর ঐ রুকইয়াহর শব্দাবলি থেকেই স্পষ্ট যে, এর শব্দগুলো আল্লাহর কালামও নয়, তাঁর রাসূলের কালামও নয়; বরং তা এমন কিছু যা তিনি জাহিলিয়াতের যুগে কোনো পূর্ববর্তী ওহি ছাড়াই বলতেন।(৯)

আর এটিই প্রমাণ করে যে তা ইজতিহাদি। আবু নুআইম এই রুকইয়াহর বিবরণও বর্ণনা করেছেন — শিফা থেকে বর্ণিত,

তিনি জাহিলিয়াতের যুগে রুকইয়াহ করতেন। এরপর যখন তিনি নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করলেন — এবং তিনি মক্কায় নবী ﷺ-এর বের হয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর হাতে বাইআত করেছিলেন — তখন তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহিলিয়াতের যুগে কিছু রুকইয়াহ দিয়ে ঝাড়ফুক করতাম, আর আমি চাই সেগুলো আপনার সামনে পেশ করতে।

তিনি বললেন: “পেশ করো।” আমি সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করলাম, তার মধ্যে ছিল ‘নামলা’-র রুকইয়াহ। তখন তিনি বললেন:

ارقي بها وعليها حفصة بسم الله صلى جبر، تعوذا من

أفواها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس

“এটি দিয়ে রুকইয়াহ করো এবং হাফসাকেও শিখিয়ে দাও — বিসমিল্লাহি ছালকুন ছালবুন জাবরুন, তাদের মুখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, আর তা কাউকে ক্ষতি করবে না; হে আল্লাহ, কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের রব।”

বর্ণনাকারী বলেন: আর তা দিয়ে তুমি এক টুকরো হলুদের কাঠির উপর সাতবার রুকইয়াহ করবে, সেটি একটি পরিষ্কার জায়গায় রাখবে, এরপর ছাকীফের মদ থেকে তৈরি সিরকা মিশিয়ে একটি পাথরের উপর তা ঘষবে এবং ‘নামলা’-র উপর তা প্রলেপ দেবে।(১০)

৫. মুসলিম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني

عبرو

“নবী ﷺ বনু আমরের জন্য সাপের রুকইয়াহর অনুমতি দিয়েছেন।”(১১)

আর তিনি সেই রুকইয়াহর শব্দগুলো বর্ণনা করেননি যা দিয়ে তারা বিছুর জন্য ঝাড়ফুক করত।

৬. খারিজা ইবনুস সালত তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তারা তাঁর কাছে এসে বলল: আপনি তো

এই ব্যক্তির (নবী ﷺ-এর) কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছেন; আমাদের এই লোকটির জন্য রুকইয়াহ করুন। এরপর তারা তাঁর কাছে শিকলে বাঁধা এক পাগল ব্যক্তিকে নিয়ে এল। তিনি তাকে তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) দিয়ে রুকইয়াহ করলেন; যতবার তা শেষ করতেন, নিজের থুতু জমা করে তাফল করতেন। ফলে সে যেন বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে গেল। তারা তাঁকে কিছু দিল। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ বললেন:

« كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق »

“খাও; আমার জীবনের কসম, লোকেরা তো বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে খায়; তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে খেয়েছ।”(১২)

এতে স্পষ্ট যে, এই রুকইয়াহ তিনি ওহি থেকে গ্রহণ করেননি; বরং তা ছিল তাঁর নিজের ইজতিহাদ।

৭. উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জাহিলিয়াতের যুগে বদনজরের বিষক্রিয়া থেকে রুকইয়াহ করতাম। এরপর যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: “সেটি আমার সামনে পেশ করো।” আমি তা তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন: “এটি দিয়ে রুকইয়াহ করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই।” আর যদি তা না হতো, তবে আমি কখনোই তা দিয়ে কোনো মানুষকে রুকইয়াহ করতাম না।(১৩)

আর এতে স্পষ্ট যে, উবাদার নিজস্ব একটি রুকইয়াহ ছিল যা তিনি ওহি থেকে গ্রহণ করেননি; বরং তা ছিল তাঁর নিজের ইজতিহাদে। এরপর যখন স্পষ্ট হলো যে তাতে নিষিদ্ধ কিছু নেই, তখন তাঁকে তার অনুমতি দেওয়া হলো।

৮. আবুল লাহমের মুক্ত দাস উমাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার মনিবদের সঙ্গে খায়বারে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার ব্যাপারে কথা বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে আমি একজন দাস। তিনি বলেন: তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, ফলে আমি তরবারি ঝুলিয়ে নিলাম ... আর আমি তাঁর সামনে একটি রুকইয়াহ পেশ করলাম যা দিয়ে আমি পাগলদের ঝাড়ফুঁক করতাম; তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন তার কিছু অংশ বাদ দিতে এবং কিছু অংশ রেখে দিতে। তিরমিযী বলেছেন: এ অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণনা রয়েছে। আর এটি হাসান

সহীহ হাদীস।(১৪) আহমাদের এক বর্ণনায় আছে: মুহাম্মদ ইবনে যায়দ বলেন: আমি তাঁকে পেয়েছি, তিনি তখনো তা দিয়ে পাগলদের রুকইয়াহ করতেন।(১৫)

◆ ইজতিহাদি রুকইয়াহর দৃষ্টান্ত

ঘটনা	নবীর উত্তর
শিফা বিনতে আবদুল্লাহ: জাহিলিয়াতের যুগে ‘নামলা’-র রুকইয়াহ	পেশ করতে বললেন; এটি দিয়ে রুকইয়াহ করো এবং হাফসাকে শিখিয়ে দাও
বনু আমর: সাপের রুকইয়াহ	অনুমতি দিলেন
খারিজা ইবনুস সাতেতর চাচা: শিকলে বাঁধা পাগলকে সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ	খাও; তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে খেয়েছ
উবাদা ইবনুস সামিত: জাহিলিয়াতে বদনজরের রুকইয়াহ	পেশ করো; এটি দিয়ে রুকইয়াহ করো, কোনো অসুবিধা নেই
উমাইর: পাগলদের রুকইয়াহ	কিছু অংশ বাদ দিতে, কিছু অংশ রাখতে নির্দেশ

প্রথম মতের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বর্ণনা; লেখক এগুলোকে নবী-অনুমোদিত ইজতিহাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন

৯. আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: “আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করাল। এরপর সে আবার এসে বলল: আমি তো তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তাতে তার পেট খারাপ আরও বেড়েছে। তিনি তাকে তিনবার একই কথা বললেন। এরপর সে চতুর্থবার এল, তিনি বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে বলল: আমি তো তাকে পান করিয়েছি, কিন্তু তাতে তার পেট খারাপ আরও বেড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে। এরপর সে তাকে পান করাল, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। (১৬)

এ থেকে গ্রহণ করা যায় যে, নবী ﷺ যা নস দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলেছেন তা অভিজ্ঞতার চেয়ে উত্তম; আর যে বিষয়ে তিনি নস দেননি, তাতে মানবিক অভিজ্ঞতা অবলম্বন করা আমাদের জন্য বৈধ — যতক্ষণ না তাতে কোনো শরঈ বাধা থাকে। আর রুকইয়াহ তো ওষুধের প্রকারগুলোরই একটি প্রকার, বরং সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে উপকারী প্রকারগুলোর একটি।

১০. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গেলেন যারা খেজুরগাছে পরাগায়ন করছিল। তিনি বললেন: তোমরা যদি তা না করতে তবে ভালোই হতো। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর ফলন নিম্নমানের হলো। তিনি আবার তাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন: তোমাদের খেজুরগাছের কী হলো? তারা বলল: আপনি এই এই বলেছিলেন। তিনি বললেন: তোমাদের দুনিয়াবি বিষয় সম্পর্কে তোমরাই বেশি জানো। (১৭)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, দুনিয়াবি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত জিনিস অভিজ্ঞতা ও মানবিক ইজতিহাদ দ্বারা গ্রহণ করা হয়। আর যতক্ষণ চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা দুনিয়ার অনুমোদিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ততক্ষণ তা ইজতিহাদি। রুকইয়াহর ব্যাপারে শারিআর বক্তব্য এ বিষয়ে উপকারী এবং তা সর্বোত্তম চিকিৎসাগুলোর একটি; কিন্তু তা কেবল সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগেরই শিফা — এ থেকে বোঝা যায় না যে ওষুধসমূহ তাওকীফি। আর যার পেটে ব্যথা হয়েছিল তার জন্য মধু দিয়ে চিকিৎসার কথা তাঁর বলে দেওয়া পেটের চিকিৎসাকে কেবল মধুতেই সীমাবদ্ধ করে না।

দুনিয়াবি বিষয় ও চিকিৎসা

হাদীস	লেখকের গৃহীত সিদ্ধান্ত
পেটের অসুখে মধু পান করানোর নির্দেশ	নবী নস দিয়ে যা বলেছেন তা উত্তম; নস না থাকলে মানবিক অভিজ্ঞতা বৈধ, যতক্ষণ শরঈ বাধা নেই
খেজুরগাছের পরাগায়ন	দুনিয়াবি বিষয় অভিজ্ঞতা ও মানবিক ইজতিহাদে গ্রহণ করা হয়
চিকিৎসা ও ভেষজ	মধুর কথা বলা পেটের চিকিৎসাকে মধুতেই সীমাবদ্ধ করে না

তৃতীয়ত: ইজতিহাদ, বিবেচনা ও প্রযোজ্য শরঈ মূলনীতিসমূহ থেকে:

এক: কোনো মাসআলায় যদি দুটি মত থাকে — একটি সাব্যস্তকারী (মুসবিত) এবং অন্যটি অস্বীকারকারী (নাফী) — তবে সাব্যস্তকারী মতটি অস্বীকারকারী মতের উপর অগ্রগণ্য; কারণ সাব্যস্তকারীর সঙ্গে অতিরিক্ত জ্ঞান থাকে। আর এখানে যারা সাব্যস্ত করেছেন যে রুকইয়াহ অভিজ্ঞতালব্ধ, তাঁরা যে দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন তার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে অতিরিক্ত জ্ঞান রয়েছে। (১৮)

দুই: নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতা যখন পরস্পর সংশয়পূর্ণভাবে মিশে যায়, তখন দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য নিষেধাজ্ঞার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ মূলনীতিটি তখনই প্রযোজ্য যখন রুকইয়াহ শিরকের মধ্যে পড়ে, কিংবা তাতে সংশয়

থাকে, কিংবা তা শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয় — তখন নিঃসন্দেহে নিষেধাজ্ঞার দিকটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (১৯) কিন্তু যাতে কোনো সংশয় বা শিরক নেই, তা মূল

বৈধতার উপরই বহাল থাকে। আর যাদুর চিকিৎসায় সিদর (কুল/বরই পাতা) ব্যবহারে কী সংশয় থাকতে পারে — যখন তার উপকারিতা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত এবং বহু আলিম এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন (২০), অথচ এ ব্যাপারে কোনো নস সাব্যস্ত হয়নি।

তিন: যদি একটি মতের পক্ষে শরীয়তের সাধারণ মূলনীতিসমূহ দিয়ে দলিল দেওয়া হয় এবং অপর মতের পক্ষে নির্দিষ্ট নসসমূহ দিয়ে দলিল দেওয়া হয় — আর ‘আম (সাধারণ) সব দিক থেকে খাস (নির্দিষ্ট)-কে বাতিল করে না — তবে ‘আমকে তার সাধারণ অর্থে এবং খাসকে তার নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা হবে। আর যদি দুটির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে খাস ‘আমের উপর ফয়সালা দেবে। এখানে রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করাটি ‘আম, আর নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করা কোনো কোনো রুকইয়াহর অনুমতি দেওয়া খাস এবং কারও কারও জন্য কোনো কোনো রুকইয়াহতে ছাড় দেওয়াও খাস। সুতরাং খাসকে ‘আমের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (২১)

চার: মূল বিধান হলো, উপকারী বিষয়গুলো বৈধ। যার উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তার দরজা মুকাল্লাফদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; আর এর বিপরীতটিও তেমনই। এটি একটি মহান মূলনীতি, যা কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো: যে বিষয়ে কল্যাণ ও অকল্যাণ, উপকার ও ক্ষতি একত্র হয়, তার বিধান নির্ধারিত হবে দুটির মধ্যে যেটি প্রবল তার ভিত্তিতে। এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী:

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ

لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } [البقرة: ২১৭]

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন: এ দুটিতে রয়েছে বড় গুনাহ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও; কিন্তু এ দুটির গুনাহ এদের উপকারের চেয়ে অনেক বড়।” [সূরা বাকারা: ২১৯]

এ কারণেই ঐ দুটি হারাম করা হয়েছে। আর যে রুকইয়াহগুলো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে এবং শিরক কিংবা অন্য যেকোনো শরঈ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত — যেমন শিফা বিনতে মুআওয়ায ও অন্যদের রুকইয়াহ — সেগুলোতে উপকার রয়েছে; এর দলিল নবী ﷺ-এর বাণী:

من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل

“তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে।”

এবং তাঁর বাণী: ((ارقيه بها)) “এটি দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করো”, আর তাঁর বাণী: ((أرقى بها)) “এটি দিয়ে রুকইয়াহ করো”। (২২)

প্রথম মতের পক্ষ থেকে চারটি মূলনীতি

শরঈ মূলনীতি	রুকইয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ
এক: সাব্যস্তকারী বনাম অস্বীকারকারী মত	সাব্যস্তকারী অগ্রগণ্য, কারণ তার সঙ্গে অতিরিক্ত জ্ঞান
দুই: নিষেধ ও বৈধতা সংশয়ে মিশলে	নিষেধ প্রাধান্য পায়, শিরক বা সংশয় থাকলে; নির্দোষ বিষয়ে মূল বৈধতাই বহাল
তিন: সাধারণ মূলনীতি বনাম নির্দিষ্ট নস	বিরোধ হলে খাস আমের উপর ফয়সালা দেয়
চার: উপকার ও ক্ষতি একত্র হলে	প্রবল দিক অনুযায়ী বিধান

পাঁচ: রুকইয়াহ চিকিৎসা ও ওষুধের প্রকারগুলোরই একটি প্রকার। এটি মুহাক্কিক আলিমদের বক্তব্য এবং সম্ভবত এ বিষয়টি সর্বসম্মত। আর ওষুধ ও চিকিৎসার অধ্যায় মূলত ইজতিহাদ ও অভিজ্ঞতার; এটি একটি উন্মুক্ত দরজা — কেবল তখনই নয়, যখন তাতে নাপাকির মতো কোনো হারাম বিষয় ঢুকে পড়ে; আর সেটি বিশেষ দলিল দ্বারাই জানা যাবে। (২৩) সুতরাং রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা করা ভেষজ ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত প্রাকৃতিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করারই সমজাতীয়; আর এগুলো মানবিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষ একে অপরের কাছ থেকে তা উপকৃত হয়। এগুলো কৃষি ও শিল্পেরই সমজাতীয়, আর এসবের জ্ঞান কেবল ওহির উপর নির্ভরশীল নয় — যেমন হাদীসে এসেছে: **أَنْتُمْ أَعْلَمُوا بِأُمُورِ**

(دنياكم) “তোমাদের দুনিয়াবি বিষয় সম্পর্কে তোমরাই বেশি জানো।” (২৪)

শরীয়তে বেশ কিছু রুকইয়াহ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা রুকইয়াহকে কেবল ওহির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেনি; যেমন কিছু রোগের চিকিৎসা সুন্নাহতে এসেছে, কিন্তু তা রোগের চিকিৎসাকে ওহির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি; বরং শারিআ প্রত্যেক উপকারী ওষুধ দিয়ে আরোগ্য লাভের অনুমতি দিয়েছেন।

হয়: আলিমগণ ইজমা করেছেন যে, রুকইয়াহর তিনটি শর্ত একত্র হলে তা জায়েয। ইবনে হাজার রহিমাল্লাহ বলেন:

“وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى”

“আলিমগণ তিনটি শর্ত একত্র হওয়ার সময় রুকইয়াহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন: তা আল্লাহ তাআলার কলাম দিয়ে হবে, কিংবা তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি দিয়ে হবে; আরবি ভাষায় হবে, অথবা এমন অন্য ভাষায় হবে যার অর্থ জানা যায়; এবং বিশ্বাস করবে যে রুকইয়াহ নিজে নিজে প্রভাব ফেলে না, বরং আল্লাহ তাআলার সত্তার দ্বারাই প্রভাব ফেলে।” (২৫)

আর এটিই দলিল যে, আলিমগণ তাঁদের ইজমার মাধ্যমে রুকইয়াহকে ইজতিহাদি বলেই মনে করেন। কারণ তা যদি তাওকীফি হতো, তবে এসব শর্তের প্রয়োজন হতো না; বরং বলা হতো: প্রতিটি রুকইয়াহর পক্ষে দলিল কোথায়?

সুতরাং যখন তাঁরা এসব শর্ত নির্ধারণ করলেন, তা প্রমাণ করল যে তাঁদের কাছে এটি ইজতিহাদি। আর পূর্ববর্তীদের অনেকের কাছ থেকেই পরীক্ষিত (মুজাররাব) রুকইয়াহ বর্ণিত হয়েছে এবং তা তাওহীদ ও আকীদার কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো ‘তায়সীরুল আযীযিল হামীদ’ গ্রন্থে যা রয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে:

"وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل اذا حبس عن أهله"

“ইবনে বাতাল ওয়াহব ইবনে মুনায্জির কিতাবে বলেছেন: সে সাতটি সবুজ সিন্দর-পাতা নেবে, তারপর দুটি পাথরের মাঝে তা পিষবে, এরপর তা পানিতে মেশাবে এবং তাতে আয়াতুল কুরসি ও ‘কাওয়াকিল’ (কুল দিয়ে শুরু হওয়া সূরাগুলো) পড়বে, তারপর তা থেকে তিন ঢোঁক পান করবে, এরপর তা দিয়ে গোসল করবে; তাহলে তার যা কিছু (সমস্যা) আছে সবই দূর হয়ে যাবে। আর এটি ঐ ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী, যাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আটকে রাখা হয়েছে (বাঁধা হয়েছে)।” (২৬)

আর সাহাবীদের অনেকেরই ইজতিহাদি রুকইয়াহ ছিল, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নস আসেনি; তবু নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে সেগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু রুকইয়াহ তাঁর সামনে পেশই করা হয়নি। সুতরাং রুকইয়াহ যদি তাওকীফি হতো, তবে এই ইজমার কোনো প্রয়োজনই থাকত না। তাহাবী রহিমাহুল্লাহ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন; তিনি বলেছেন:

"فدل ذلك أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة والله أعلم"

“এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে রুকইয়াহতে শিরক নেই তা মাকরুহ নয়; আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।”

(২৭) আর যে বলে রুকইয়াহ তাওকীফি, অথচ এরপর তার জন্য শর্ত নির্ধারণ করে — সে স্ববিরোধিতায় পড়ে গেল; কারণ এর অনিবার্য পরিণতি হলো, প্রতিটি বর্ণিত (মা’সূর) রুকইয়াহকেও এসব শর্তের সামনে পেশ করতে হবে!! আর রুকইয়াহ যদি তাওকীফি হতো, তবে তিনি তাঁদের বলে দিতেন: (জাহিলিয়াতের সব রুকইয়াহ ছেড়ে দাও এবং ইসলামের রুকইয়াহতেই সন্তুষ্ট থাকো।)

সাত: নবী ﷺ নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি ইল্লত (কারণ) নির্ধারণ করেছেন, আর তা হলো শিরক। ইবনে হাজার বলেন: "ففيه إشارة إلى علة النهي" — "এতে নিষেধাজ্ঞার ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।" (২৮) — অর্থাৎ পূর্বোক্ত হাদীস (ما لم يكن شركا) "যতক্ষণ তা শিরক না হয়"। আর যখন কোনো বিধানকে একটি ইল্লতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন ইল্লত পাওয়া গেলে বিধানও পাওয়া যাবে, ফলে তা হারাম হবে; আর ইল্লত না থাকলে বিধানও থাকবে না, ফলে তা জায়েয হয়ে যাবে।

আট: পূর্ববর্তী আলিমগণ হাদীস থেকে এই বুঝ নেননি যে রুকইয়াহ তাওকীফি। তাঁদের মধ্যে ইবনে হাজার অন্যতম; তিনি বলেছেন:

"وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء
المأثور وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور وأما الرقي بما سوى
ذلك فليس في الحديث ما يثبت به ولا ما ينفيه"

“এ হাদীসে আল্লাহর কিতাব দিয়ে রুকইয়াহ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে; এর সঙ্গে যুক্ত হবে বর্ণিত যিকর ও দুআ দিয়ে করা রুকইয়াহ, এবং তেমনি অ-বর্ণিত সেসব শব্দও যা বর্ণিত শব্দাবলির বিরোধী নয়। আর এ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ করার ব্যাপারে — হাদীসে তা সাব্যস্তকারী কিছুও নেই, আবার তা অস্বীকারকারী কিছুও নেই।” (২৯)

আলিমগণ ঐ ‘নুশরা’-কে অনুমোদন দিয়েছেন যা আরবি এবং যাতে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নেই। ইবনে হাজার বলেন: এটি চিকিৎসারই একটি প্রকার, যা দিয়ে ঐ ব্যক্তির চিকিৎসা করা হয় যার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে তার উপর যাদু হয়েছে কিংবা জিনের স্পর্শ লেগেছে। একে ‘নুশরা’ বলা হয়েছে; কারণ এর মাধ্যমে

তার থেকে ঐ রোগ উন্মোচিত ও দূরীভূত করা হয় যা তার সঙ্গে মিশে গেছে। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলো তা, যা পূর্বে ‘রুকইয়াহ অধ্যায়ে’ জাবিরের হাদীসে মুসলিমের বর্ণনায় মারফু‘ হিসেবে অতিক্রান্ত হয়েছে: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفع) “তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে।” আর ‘নুশরা’ মারফু‘ হওয়ার সমর্থন করে ঐ হাদীস যা (العين حق) “বদনজর সত্য” — বদনজর দানকারীর গোসলের ঘটনায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আবদুর রাযযাক শা‘বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আরবি ‘নুশরা’-তে কোনো অসুবিধা নেই — যা মাড়ালেও ক্ষতি করে না। আর তা হলো: মানুষ কাঁটায়ুক্ত গাছের জায়গায় বের হবে, নিজের ডান দিক ও বাম দিক থেকে প্রত্যেকটি থেকে কিছু নেবে, তারপর তা পিষবে ও তাতে (কুরআন) পড়বে, এরপর তা দিয়ে গোসল করবে। আর ইবনে বাত্তাল ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহর কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন যে, সে সাতটি সবুজ সিদর-পাতা নেবে, দুটি পাথরের মাঝে তা পিষবে, তারপর তা পানিতে মেশাবে এবং তাতে আয়াতুল কুরসি ও ‘কাওয়াফিল’ পড়বে, তারপর তা থেকে তিন ঢোঁক পান করবে, এরপর তা দিয়ে গোসল করবে; তাহলে তার যা কিছু আছে সবই দূর হয়ে যাবে। আর এটি ঐ ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী যাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আটকে রাখা হয়েছে।

আর যাঁরা ‘নুশরা’ জায়েয হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইমাম শাফিঈর ছাত্র আল-মুযানী এবং আবু জা‘ফর আত-তাবারী প্রমুখ।” (৩০)

আর আলিমগণের অনেকেই আকীদার কিতাবসমূহে, হাদীসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে, এমনকি যাদু-সংক্রান্ত আয়াতসমূহের তাফসীরেও এমন বহু ধরনের ‘নুশরা’ উল্লেখ করেছেন যা দিয়ে যাদু খোলা হয়। সেগুলোর উল্লেখ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর সেগুলো সাহাবী, তাবিঈ, তাঁদের অনুসারী এবং তাঁদের পরে আগত উম্মতের সালাফদের থেকে বর্ণিত। ইবনে আবী শায়বা সেগুলোর একটি বড় অংশ বর্ণনা করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।(৩১)
ইবনে আবী শায়বা বলেছেন:

"حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، قال: أخبرني من رأى سعيد

بن جبير يكتب التعويذ لمن أتاه، قال حجاج: وسألت عطاء؟

فقال: ما سمعنا بكرهيته إلا من قبلكم أهل العراق"

“আমাদেরকে হুশাইম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে হাজ্জাজ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাকে এমন ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন যিনি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে দেখেছেন — তাঁর কাছে যে আসত তার জন্য তিনি তাবীয লিখে দিতেন। হাজ্জাজ বলেন: আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন: আমরা তো তোমাদের ইরাকবাসীদের পক্ষ থেকেই কেবল এটিকে অপছন্দনীয় বলতে শুনেছি।”(৩২)

নয়: আর যা প্রমাণ করে যে রুকইয়াহ ইবাদত নয়, বরং তা অনুমোদিত চিকিৎসার সমজাতীয় — তা হলো এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হওয়া। তা যদি যিকর ইত্যাদির মতো নিছক ইবাদত হতো, তবে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হতো না — যেমন আবু সাঈদের পূর্বোক্ত হাদীসে এসেছে: (إن أحق ما أخذتم عليه) “তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়ে থাক, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।”

আল-মুনবিজী ‘আল-লুবার’-এ বলেছেন:

" الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجر عليها كذلك على

العلاجات كلها "

“রুকইয়াহ নিছক নৈকট্যের ইবাদত নয়; তাই এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয — তেমনি সব ধরনের চিকিৎসার বিনিময়েও।”(৩৩)

আর বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেছেন:

"الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها"

“রুকইয়াহ নিছক নৈকট্যের ইবাদত নয়; তাই এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয।”(৩৪)

আর ইবনে আবিদীন বলেছেন:

"المتقدمين المانعين من استئجار القراء جوزوا الرقية"

بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة

بل من التداوي"

“পূর্ববর্তী যেসব আলিম — কারীদের ভাড়া করার ব্যাপারে — নিষেধ করতেন, তাঁরাও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রুকইয়াহ করাকে জায়েয বলেছেন, এমনকি কুরআন দিয়ে হলেও — যেমনটি তাহাবী উল্লেখ করেছেন; কারণ তা নিছক ইবাদত নয়, বরং তা চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।”(৩৫)

◆ প্রথম মতের পক্ষ থেকে লেখকের যুক্তি

আরও পাঁচটি যুক্তি (পাঁচ থেকে নয়)

পাঁচ

রুকইয়াহ চিকিৎসার প্রকার; চিকিৎসা ইজতিহাদ ও অভিজ্ঞতার উন্মুক্ত দরজা

ছয়

ইবনে হাজার: তিন শর্তে জায়েয হওয়ায় ইজমা; শর্ত থাকাই ইজতিহাদি হওয়ার প্রমাণ

সাত

নিষেধের ইল্লাত শিরক; ইল্লাত না থাকলে বিধানও থাকে না

আট

ইবনে হাজার: আরবি নুশরা, যাতে নিষিদ্ধ কিছু নেই, অনুমোদিত

নয়

রুকইয়াহ নিছক ইবাদত নয়; বিনিময়ে পারিশ্রমিক জায়েয

◆ এক নজরে

- ★ ফাতিহার হাদীসে নবীর জিজ্ঞাসা: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ
- ★ প্রথম মতের পক্ষে বর্ণিত ঘটনা: নামলা, সাপ, বদনজর, পাগলের রুকইয়াহ
- ★ মধু ও খেজুরগাছের হাদীস দুনিয়াবি বিষয়ে অভিজ্ঞতার বৈধতার দলিল হিসেবে এসেছে
- ★ চার শরঈ মূলনীতি: সাব্যস্তকারী অগ্রগণ্য, সংশয়ে নিষেধ, খাস আমার উপর, উপকার-ক্ষতির প্রবলতা
- ★ ইবনে হাজারের উদ্ধৃত তিন শর্তে রুকইয়াহ জায়েয হওয়ার ইজমা
- ★ রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক জায়েয, কারণ তা নিছক ইবাদত নয়

◆ যাচাই করুন

1. গোত্রপ্রধানের ঘটনায় সাহাবী কী দিয়ে রুকইয়াহ করেছিলেন?

ক. সূরা ফাতিহা

খ. আয়াতুল কুরসী

2. ছাগলের পাল সম্পর্কে নবী কী বললেন?

ক. নিতে নিষেধ করলেন

খ. গ্রহণ করো এবং আমার জন্যও একটি অংশ রাখো

3. খেজুরগাছের হাদীসে নবী কী বললেন?

ক. তোমাদের দুনিয়াবি বিষয় সম্পর্কে তোমরাই বেশি জানো

খ. খেজুরগাছে হাত দিয়ো না

4. সাব্যস্তকারী ও অস্বীকারকারী মত বিরোধ করলে কোনটি অগ্রগণ্য?

ক. অস্বীকারকারী

খ. সাব্যস্তকারী

5. রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক জায়েয হওয়া থেকে কী প্রমাণ হয়?

ক. রুকইয়াহ নিছক ইবাদত

খ. রুকইয়াহ নিছক ইবাদত নয়, চিকিৎসার সমজাতীয়

6. লেখকের সাত নম্বর যুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত কী?

ক. সংখ্যা

খ. শিরক

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

টীকা

1. পূর্বোক্ত সূত্র।
2. পূর্বোক্ত সূত্র।
3. পূর্বোক্ত সূত্র।
4. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৭) নং ২২০১।
5. (৬১১২)।
6. সহীহ ইবনে হিব্বান: (১৩/৪৭৬) নং ৬১১২।
7. দ্রষ্টব্য: আর-রুকা আশ-শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ আল-উবাইদ, প্রকাশিত গবেষণা।
8. মুসনাদে আহমাদ — আর-রিসালা: (৪৫/৪৬) নং ২৭০৯৫; সুনানে আবী দাউদ: (৪/১৩), নং ৩৮৮৯। আল-জামিউস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু: (১/৪৪২) ২৬৫০। আলবানী সহীহুল জামিতে একে সহীহ বলেছেন।
9. দ্রষ্টব্য: আর-রুকা আশ-শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ আল-উবাইদ, প্রকাশিত গবেষণা।
10. মারিফাতুস সাহাবা — আবু নুআইম আল-আসবাহানী: (২৩/২৭৭), নং ৭০৬৯। হাকিমও তা বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেছেন: “হাকিম এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।” আর যাহাবী বলেছেন: “ইবনে মাজীনকে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাকে চিনতে পারেননি” — অর্থাৎ উসমান ইবনে উমর; আর ইবনে আদী বলেছেন: “মাজহুল”। আমি (আলবানী) বলি: এ সনদটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, এবং তার আগেরটিও তেমনি, মুতাবাত (সমর্থক বর্ণনা) হিসেবে এ দুটিতে কোনো অসুবিধা নেই। আস-সিলসিলা আস-সহীহা, পূর্ণ খণ্ড ১-৯: (১/১৭৭)।
11. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৬) নং ২১৯৯।
12. সুনানে আবী দাউদ-ন: (৩/২৭৭) নং ৩৪২২। হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’-এ খণ্ড ১, পৃ. ৭৪৭, হাদীস নং ২০৫৫, এবং তিনি বলেছেন: হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ, তবে তাঁরা দুজন (বুখারী-মুসলিম) একে বর্ণনা করেননি। ইবনে হিব্বান ও সুয়ুতী ‘আল-জামি’-এ একে সহীহ বলেছেন। আল-জামিউস সাগীর মিন হাদীসিল বাশীরিন নাযীর: (২/১৬৬)।
13. মাজমাউয যাওয়াইদ: (৫/১৯১), এবং তিনি বলেছেন: তাবারানী তা বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।
14. সুনানে তিরমিযী: (৪/১২৭) ১৫৫৭; শাইখ আলবানী বলেছেন: সহীহ।
15. মুসনাদে আহমাদ: (৫/২২৩) নং ২২২৮৭।
16. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭৩৬)।
17. মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন (৪/১৮৩৬), নং ২৩৬৩।
18. দ্রষ্টব্য: আর-রুকা আশ-শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ আল-উবাইদ, প্রকাশিত গবেষণা।
19. পূর্বোক্ত সূত্র।
20. দ্রষ্টব্য উদাহরণস্বরূপ: তায়সীরুল আযীযিল হামীদ: (১/৩৬৮)।
21. দ্রষ্টব্য: আর-রুকা আশ-শারইয়াহ ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়াহ আম ইজতিহাদিয়াহ, ড. আবদুল্লাহ আল-উবাইদ, প্রকাশিত গবেষণা।
22. দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত সূত্র।
23. দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত সূত্র।

24. মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন (৪/১৮৩৬), নং ২৩৬৩।
25. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১০/১৯৫)।
26. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ: (১/৩৬৮)।
27. শারহু মাআনিল আসার — আত-তাহবী: (৪/৩২৯)।
28. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১১/৪০৯)।
29. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (৪/৪৫৭)।
30. ফাতহুল বারী — ইবনে হাজার: (১০/২৩৩)।
31. দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা: (৭/৩৮৫)।
32. নং (২৩৯৭৭)।
33. (২/৫৩৪)।
34. আল-বিনায়া (১০/২৮১)।
35. তাঁর হাশিয়ায় (৬/৫৭)।

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

দ্বিতীয় মতের দলিলসমূহ ও সত্তর হাজারের হাদীস

দশমত: মাসূর নয় এমন রুকইয়াহ দুআরই জাতভুক্ত, আর দুআ ইজমার ভিত্তিতে তাওকীফি নয়। হ্যাঁ, তার মধ্যে মাসূর দুআও রয়েছে, তবে দুআয় সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরা আবশ্যিক নয়; বরং মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের যে বিষয় ভালোবাসে তা-ই চেয়ে দুআ করতে পারে।

দ্বিতীয় মতের দলিলসমূহ

১. ইমরান ইবনে হুসাইন নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

«لا رقية إلا من عين أو حبة»

"বদনজর অথবা বিষাক্ত দংশন ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই।" (১)

দলিল গ্রহণের দিক হলো, বস্তুসমূহে মূল বিধান বৈধতা — যতক্ষণ না (নিষেধের) দলিল আসে; আর এখানে নিষেধের দলিল এসে গেছে।

ইবনুল কাইয়িম এ দলিল গ্রহণের সমালোচনা করেছেন তাঁর এ বক্তব্যে: "এর জবাব হলো: নবী ﷺ এর দ্বারা এ দুটি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রুকইয়াহর বৈধতা নাকচ করতে চাননি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বদনজর ও বিষাক্ত দংশনের ক্ষেত্রে রুকইয়াহর চেয়ে উত্তম ও অধিক উপকারী কোনো রুকইয়াহ নেই। হাদীসের প্রসঙ্গই এর প্রমাণ; কেননা সাহল ইবনে হুলাইফের যখন বদনজর লেগেছিল তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন: রুকইয়াহতে কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: 'নাফস (বদনজর) অথবা বিষাক্ত দংশন ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই।' আর সাধারণ ও বিশেষ রুকইয়াহ-সংক্রান্ত অবশিষ্ট সব হাদীসও এর প্রমাণ।" (২)

২. ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

«إن الرقي والتبائم والتولة شرك»

"নিশ্চয়ই রুকইয়াহ, তামীমা (তাবিজ) ও তিওয়ালা শিরক।" (৩)

দলিল গ্রহণের দিক হাদীস থেকে স্পষ্ট, কেননা এতে রুকইয়াহকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জবাব হলো: এখানে উদ্দেশ্য শিরকযুক্ত রুকইয়াহসমূহ — এর দলিল স্বয়ং নবী ﷺ-এর আমল ও তাঁর বক্তব্য।

ইবনে হাজার বলেন: "আর তা কেবল এ কারণেই শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে ক্ষতি দূর করা ও কল্যাণ আনয়ন কামনা করত। আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর কালাম দিয়ে যা হয় তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়;

কেননা হাদীসসমূহে (বিপদ) ঘটায় আগেই তা ব্যবহারের কথা প্রমাণিত আছে।" (৪)

৩. কতিপয় সাহাবীর পক্ষ থেকে বদনজর ও জ্বর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রুকইয়াহকে অপছন্দ করা; বরং তাঁদের কেউ কেউ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদীস «لا يسترقون» (তারা রুকইয়াহ চায় না)-এর কারণে সম্পূর্ণভাবেই তা অপছন্দ করেছেন; কেননা তা তাওয়াস্কুল বা তার পূর্ণতার পরিপন্থী, যা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সহীহাইনে এসেছে:

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال أياكم رأي الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك على ذلك قلت: حديث حدثناه الشعبي فقال: وما حدثكم الشعبي قلت: حدثنا عن بريدة

"হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরের নিকট ছিলাম। তিনি বললেন: গত রাতে যে তারাটি খসে পড়ল, তোমাদের মধ্যে কে তা দেখেছে? আমি বললাম: আমি। এরপর বললাম: আমি কিন্তু সালাতে ছিলাম না, বরং আমাকে (বিষাক্ত কিছু) দংশন করেছিল। তিনি বললেন: তখন তুমি কী করলে? আমি বললাম: আমি রুকইয়াহ করিয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন: কিসে তোমাকে এতে উদ্বুদ্ধ করল? আমি বললাম: একটি হাদীস, যা শা'বী আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: শা'বী তোমাদের কী বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম: তিনি আমাদের বুয়াইদা

بن حصيب الأسلمي أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة" فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد

عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فحاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال: "هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: "أنت منهم" ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: "سبقك بها عكاشة"

ইবনে হুসাইব আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'বদনজর অথবা বিষাক্ত দংশন ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই।' তখন তিনি (সাদ্দ ইবনে জুবাইর) বললেন: যে ব্যক্তি যা শুনেছে সে পর্যন্তই থেমেছে, সে উত্তম করেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস আমাদের নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার সামনে উম্মতসমূহ পেশ করা হলো। আমি দেখলাম একজন নবী, তাঁর সঙ্গে ছোট একটি দল; একজন নবী, তাঁর সঙ্গে একজন ও দুজন লোক; আর একজন নবী, তাঁর সঙ্গে কেউই নেই। এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট কালো জনসমষ্টি উঁচু করে ধরা হলো, আমি ধারণা করলাম এঁরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হলো: ইনি মুসা ﷺ ও তাঁর কওম; বরং আপনি দিগন্তের দিকে তাকান। আমি তাকালুম, দেখি এক বিরাট কালো জনসমষ্টি। আমাকে বলা হলো: অপর দিগন্তের দিকে তাকান; দেখি এক বিরাট কালো জনসমষ্টি। আমাকে বলা হলো: এরাই আপনার উম্মত, আর এদের সঙ্গে সত্তর হাজার লোক আছে যারা বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি উঠে গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা ওই ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনায় মেতে উঠল যারা বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কেউ বলল: সম্ভবত এঁরা তাঁরাই যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন। কেউ বলল: সম্ভবত এঁরা তাঁরাই যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেননি। তারা আরও নানা কথা উল্লেখ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন: তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ? তারা তাঁকে জানাল। তিনি বললেন: 'তারা সেই লোক যারা রুকইয়াহ করে না, রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।' তখন উক্বাশা ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন: আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: 'তুমি তাদের একজন।' এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: 'উক্বাশা তোমার আগেই তা নিয়ে গেছে।'" (৫)

সত্তর হাজারের হাদীস

- ১ উম্মতসমূহ নবীর সামনে পেশ
কোনো নবীর সঙ্গে ছোট দল, কারও সঙ্গে একজন-দুজন, কারও সঙ্গে কেউ নেই
- ২ বিরাট জনসমষ্টি
ইনি মুসা ও তাঁর কওম; দিগন্তে আরও বিরাট জনসমষ্টি: আপনার উম্মত
- ৩ সত্তর হাজার
বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে
- ৪ লোকেরা আলোচনা করল
সাহাবীরা? নাকি ইসলামে জন্ম নেওয়া শিরকমুক্তরা?
- ৫ নবীর উত্তর
রুকইয়াহ করে না, রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, রবের উপর ভরসা করে
- ৬ উক্বাশার দুআ চাওয়া
নবী: তুমি তাদের একজন; পরের জনকে: উক্বাশা তোমার আগেই নিয়ে গেছে

বইয়ে উদ্ধৃত বর্ণনা অনুযায়ী: ‘রুকইয়াহ করে না’ অংশকে ইবনে তাইমিয়াহ বর্ণনাকারীর ভুল বলেছেন

সত্তর হাজারের হাদীসের ব্যাখ্যা

শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে সেই সত্তর হাজার ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নবী ﷺ বলেছেন:

«هم الذين لا يتطيرون ولا يكتون ولا يسترقون وعلى ربهم

يتوكلون»

"তারা সেই লোক যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগিয়ে চিকিৎসা করায় না, রুকইয়াহ চায় না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" (৬)

আর সত্তর হাজারের হাদীসের ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যাখ্যা হলো: আল্লাহর উপর তাঁদের তাওয়াক্কুলের কারণেই তাঁরা কারও কাছে রুকইয়াহ চান না — আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া অপছন্দনীয় হওয়ার দিক থেকে; যেমনটি আওফ ইবনে মালিক আল-আশজাজির হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন:

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا
تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله
ثم قال: ألا تبايعون رسول الله فقلنا: قد بايعناك يا

رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد
بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئاً والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئاً
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله
إياه

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নয়জন কিংবা আটজন অথবা সাতজন ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইআত করবে না? অথচ আমরা সদ্যই বাইআত করেছিলাম। তাই আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আপনার হাতে বাইআত করেছি। এরপর তিনি বললেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইআত করবে না? আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আপনার হাতে বাইআত করেছি। এরপর তিনি বললেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইআত করবে না? তিনি (আওফ) বলেন: তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আপনার হাতে বাইআত করেছি; কিসের উপর আমরা আপনার হাতে বাইআত করব? তিনি বললেন: এর উপর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (আদায় করবে), আনুগত্য করবে — এবং তিনি একটি কথা চুপিসারে বললেন — এবং মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না। বস্তুত আমি ওই দলের কারও কারও ক্ষেত্রে দেখেছি, তাঁদের কারও চাবুক পড়ে গেলে তিনি কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।"

এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (৭)

ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: "জানা কথা যে, যে ব্যক্তি রুকইয়াহ চায় সে অন্যকে বলে: আমাকে রুকইয়াহ করে দিন — অর্থাৎ সে অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায়।" তিনি আরও বলেন: "রুকইয়াহ প্রার্থী রাকীর কাছে রুকইয়াহ ও দুআ চায়; অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন যা সে কল্পনাও করে না; আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।' সুতরাং তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যে তাঁর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট, এবং মুত্তাকীকে অবশ্যই এমন উৎস থেকে রিযিক দেওয়া হবে যা সে কল্পনাও করে না। আর মৃত প্রাণী (মাইতা) হলো সেই রিযিক যা আল্লাহ নিরূপায় অবস্থায় তার দিকে পাঠিয়ে দেন; তাই তার জন্য তা খাওয়া থেকে বিরত থেকে নিজেকে হত্যা সহায়তা করা বৈধ নয়। আর যদি চাওয়া ছাড়া ও অন্তরের লালসা ছাড়াই তার কাছে সম্পদ আসে, সে তা গ্রহণ করবে। এ সবই প্রমাণ করে যে,

সৃষ্টির কাছে চাওয়া ও তাদের কাছে ফরিয়াদ করা মূলত হারাম, নিরুপায় অবস্থা ছাড়া তা বৈধ নয়; বরং প্রকাশ্য মতানুসারে তা মৃত প্রাণীর চেয়েও কঠোরভাবে হারাম। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, সৃষ্টি যার উপর সক্ষম নয় এমন বিষয়ে তা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে? কেউ কি বলেছে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যার উপর সক্ষম এমন বিষয়ে সৃষ্টির কাছে চাওয়া ও তার কাছে ফরিয়াদ করা আদেশকৃত কিংবা মুবাহ?" (৮)

আর ইবনুল কাইয়িম বলেন: "কেবল মুসলিমই «ولا یرقون» ('তারা রুকইয়াহ করে না') কথাটি বাড়িয়েছেন। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহকে বলতে শুনেছি: এ বাড়তি অংশটি বর্ণনাকারীর ভুল (ওয়াহম); নবী ﷺ «ولا یرقون» বলেননি। কারণ রাকী তো তার ভাইয়ের প্রতি ইহসানকারী; আর নবী ﷺ-কে যখন রুকইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন: (তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন উপকার করে)। তিনি আরও বলেছেন: (রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শরিক না হয়)। আর রাকী ও রুকইয়াহ-প্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য হলো: রুকইয়াহ-প্রার্থী হলো প্রার্থনাকারী, (নিজেকে) অবনত করে অন্যের দ্বারস্থ হয়, অন্তর দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আর রাকী হলো ইহসানকারী, উপকারকারী। আমি (ইবনুল কাইয়িম) বলি: আর নবী ﷺ

অনুমোদিত ইহসান পরিত্যাগ করাকে জান্নাতসমূহের দিকে অগ্রগামী হওয়ার কারণ বানাননি। এর বিপরীতে রুকইয়াহ চাওয়া পরিত্যাগ করা — কেননা তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিমুখতা এবং আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তাতে সন্তুষ্টি। সুতরাং এটি এক জিনিস আর ওটি আরেক জিনিস।" (৯)

ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: "তিনি তাঁদের ফযীলতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, তাঁরা অন্যের কাছে রুকইয়াহ চান না — যদিও রুকইয়াহ দুআই। সুতরাং এটি আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।" (১০)

তো ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এ দিকে সতর্ক করেছেন যে, রুকইয়াহ চাওয়া দুআরই একটি প্রকার; আর দুআ কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। তাই আল্লাহর ওলীগণ দুআয় আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেন না — এমনকি তার জায়েয রূপগুলোতেও, যেমন রুকইয়াহ চাওয়া। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "ইসতিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া, আর তা দুআরই একটি প্রকার।" (১১)

তিনি আরও বলেন: "তিনি এঁদের এ বলে প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা রুকইয়াহ চান না — অর্থাৎ তাঁরা কারও কাছে এ আবেদন করেন না যে সে তাঁদের রুকইয়াহ করে দিক।

আর রুকইয়াহ দুআরই জাতভুক্ত, তাই তাঁরা কারও কাছে তা চান না।" তিনি আরও বলেন: "এঁরা তাঁর উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত, আর তিনি তাঁদের এ বলে প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা রুকইয়াহ চান না। আর ইসতিরকা হলো কারও কাছে এ আবেদন করা যে সে

তাকে রুকইয়াহ করে দিক। রুকইয়াহ দুআরই একটি প্রকার; আর তিনি ﷺ নিজে নিজেকে ও অন্যকে রুকইয়াহ করতেন, কিন্তু কারও কাছে এ আবেদন করতেন না যে সে তাঁকে রুকইয়াহ করে দিক।" (১২)

তিনি আরও বলেন: "রুকইয়াহ দুআরই একটি প্রকার। তিনি ﷺ নিজে নিজেকে ও অন্যকে রুকইয়াহ করতেন এবং কারও কাছে এ আবেদন করতেন না যে সে তাঁকে রুকইয়াহ করে দিক। আর এ প্রসঙ্গে যিনি «ولا یرقون» ('তারা রুকইয়াহ করে না') বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনাটি দুর্বল ও ভুল। এ থেকেই স্পষ্ট হয় নিজ উম্মতকে দুআর আদেশ দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য — অর্থাৎ তা সৃষ্টির কাছে সৃষ্টির চাওয়ার সেই শ্রেণিভুক্ত নয়, যার তুলনায় অন্যটিই উত্তম; কেননা যে মানুষের কাছে চায় না — বরং আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে চায় না — সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে মানুষের কাছে চায়। আর মুহাম্মদ ﷺ আদম-সন্তানের সরদার।" (১৩)

তিনি আরও বলেন: "ইসতিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া, আর তা চাওয়ারই (সুওয়াল) একটি প্রকার।

মানুষের কাছে সম্পদ চাওয়ার নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত হাদীস অনেক, যেমন তাঁর বাণী: { তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য চাওয়া হালাল নয় }; আর তাঁর বাণী: { তোমাদের কেউ যদি তার রশি নেয় } — হাদীসটি; আর তাঁর বাণী: { চাওয়া তাদের কারও ক্ষেত্রে চলতেই থাকে }; আর তাঁর বাণী: { যে মানুষের কাছে চায় অথচ তার এমন সম্পদ রয়েছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী করে }; এবং এ ধরনের আরও। আর তাঁর বাণী: { যার উপর অভাব নেমে আসে, অতঃপর সে তা মানুষের কাছে পেশ করে, তার অভাব দূর হয় না } — হাদীসটি। তবে জ্ঞানের যে বিষয় জিজ্ঞাসা করা বৈধ, তা এ অধ্যায়ভুক্ত নয়।" (১৪)

তিনি আরও বলেন: "এ ধরনের চাওয়ার আদেশ আল্লাহ কখনোই দেননি; বরং তিনি তা থেকে নিষেধই করেছেন। কেননা এটি সৃষ্টির কাছে নিছক চাওয়া, যাতে তার উপকার করা বা তার স্বার্থরক্ষার কোনো উদ্দেশ্য নেই। অথচ আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তাঁরই ইবাদত করব ও তাঁরই দিকে আগ্রহী হব; এবং আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তাঁর বান্দাদের প্রতি ইহসান করব। কিন্তু এখানে এ দুটির কোনোটিই উদ্দিষ্ট নয় — না আল্লাহর দিকে আগ্রহ ও তাঁর কাছে দুআ, যা হলো সালাত; আর না সৃষ্টির প্রতি ইহসান, যা হলো যাকাত। যদিও বান্দা এ ধরনের চাওয়ার দ্বারা হয়তো গুনাহগার হয় না; তবু বান্দাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আর যা করার কেবল অনুমতি দেওয়া হয়েছে — এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তুমি কি দেখো না, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের হাদীসে তিনি বলেছেন: তাঁরা রুকইয়াহ চান না — যদিও রুকইয়াহ চাওয়া জায়েয।" (১৫)

তিনি আরও বলেন: "তিনি এঁদের এ বলে প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা রুকইয়াহ চান না — অর্থাৎ তাঁরা কারও কাছে এ আবেদন করেন না যে সে তাঁদের রুকইয়াহ করে দিক। আর রুকইয়াহ দুআরই জাতভুক্ত, তাই তাঁরা কারও কাছে তা চান না। এ প্রসঙ্গে «ولا يرقون» ('এবং তারা রুকইয়াহ করে না') কথাটিও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা ভুল; কেননা অন্যের জন্য ও নিজেদের জন্য তাঁদের রুকইয়াহ করা তো উত্তম কাজ। নবী ﷺ নিজেকে ও অন্যকে রুকইয়াহ করতেন, কিন্তু কারও কাছে রুকইয়াহ চাইতেন না; কেননা তাঁর নিজেকে ও অন্যকে রুকইয়াহ করা নিজের ও অন্যের জন্য দুআরই জাতভুক্ত, আর এরই আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ সকল নবীই আল্লাহর কাছে চেয়েছেন ও তাঁকে ডেকেছেন — যেমন আল্লাহ আদম, ইবরাহীম, মূসা প্রমুখের ঘটনায় তা উল্লেখ করেছেন।" (১৬)

এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা নিজেদের রুকইয়াহ করেন না; বরং নিজেদের রুকইয়াহ করা তাঁদের জন্য জায়েয — যেমন সুন্নাহয় নবী ﷺ-এর নিজের জন্য রুকইয়াহ করার কথা এসেছে। তাঁদের জন্য এটিও জায়েয যে, তাঁরা না চেয়েই অন্যের করা রুকইয়াহ গ্রহণ করবেন — যেমন জিবরীলের ঘটনায় এসেছে, যখন তিনি নবী ﷺ-কে রুকইয়াহ করেছিলেন। আর এটি আল্লাহর উপর তাঁদের তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।

ইবনুল কাইয়িম (দলিলগুলোর মধ্যে) বৈপরীত্যের সংশয় খণ্ডন করে বলেছেন: "চিকিৎসা গ্রহণের আদেশ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, গরম ও ঠান্ডার কষ্ট তাদের বিপরীত জিনিস দিয়ে দূর করা তার পরিপন্থী নয়। বরং তাওহীদের প্রকৃত রূপ পূর্ণই হয় না সেসব উপায় (আসবাব) অবলম্বন করা ছাড়া, যেগুলোকে আল্লাহ তাকদীরগত ও শরীয়তগতভাবে তাদের ফলাফলের অনিবার্য কারণ হিসেবে স্থাপন করেছেন। সেগুলো অকার্যকর করে দেওয়া স্বয়ং মুতাওয়াক্কিলের মধ্যেই ত্রুটি সৃষ্টি করে, যেমন তা (আল্লাহর) আদেশ ও হিকমতের মধ্যেও ত্রুটি ধরায়, এবং তাকে দুর্বল করে দেয় — অথচ সেগুলোকে অকার্যকরকারী ব্যক্তি ধারণা করে যে, সেগুলো ছেড়ে দেওয়াই তাওয়াক্কুলে অধিকতর শক্তিশালী। কেননা অক্ষমতাবশত সেগুলো ছেড়ে দেওয়া তাওয়াক্কুলেরই পরিপন্থী; তাওয়াক্কুলের প্রকৃত রূপ হলো বান্দার দীন ও দুনিয়ার উপকারী বিষয় অর্জনে এবং তার দীন ও দুনিয়ার ক্ষতিকর বিষয় প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। আর তার সঙ্গে আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও উপায় অবলম্বন — উভয়ই অপরিহার্য; নইলে সে হিকমত ও শরীয়তকে অকার্যকরকারী হবে। সুতরাং বান্দা যেন নিজের অক্ষমতাকে তাওয়াক্কুল না বানায়, আর নিজের তাওয়াক্কুলকে অক্ষমতা না বানায়।" (১৭)

আর «তাইসীরুল আযীযিল হামীদ» গ্রন্থে বলা হয়েছে: "হাদীসটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, তাঁরা মোটেই উপায় অবলম্বন করেন না; কেননা সামগ্রিকভাবে উপায় অবলম্বন করা একটি ফিতরী ও অপরিহার্য বিষয়, কারও পক্ষে তা

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। বরং স্বয়ং তাওয়াক্কুলই সর্বমহান উপায়টি অবলম্বন করা।" আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه

"আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" — সূরা আত-তালাক: ৩ (১৮)

আর এ অর্থের অবশিষ্ট হাদীসগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কতিপয় আলিম আরও যোগ করেছেন যে, উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি, যে ওইসব উপায়ের উপরই নির্ভরশীল, আল্লাহর উপর নয় — এতেই সংশয় দূর হয়ে যায়। (১৯)

♦ ব্যাখ্যা: ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়িম

সত্তর হাজারের হাদীসের ব্যাখ্যা

সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যাখ্যা

তাওয়াক্কুলের কারণে কারও কাছে
রুকইয়াহ চান না

ইসতিরকা

রুকইয়াহ চাওয়া; দুআরই প্রকার

‘তারা রুকইয়াহ করে না’

ইবনে তাইমিয়াহ: বর্ণনাকারীর ভুল;
রুকইয়াহ করা উত্তম

রাকী ও রুকইয়াহ-প্রার্থী

রাকী ইহসানকারী; প্রার্থী অন্যের দ্বারস্থ

নবী নিজে

নিজেকে ও অন্যকে রুকইয়াহ করতেন;
কারও কাছে চাইতেন না

চিকিৎসা ও তাওয়াক্কুল

ইবনুল কাইয়িম: চিকিৎসার আদেশ
তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়

কতিপয় আলিম

উদ্দেশ্য উপায়ের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি

৪. আওফ ইবনে মালিক আল-আশজাঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟"

فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"

"আমরা জাহিলিয়াতে রুকইয়াহ করতাম। তাই আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো দোষ

নেই যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" (২০)

এ থেকে দলিল গ্রহণের দিক:

- তিনি সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করতে বলেছেন, আর আদেশ ওয়াজিব হওয়া দাবি করে।
- সাহাবীগণ বারবার তাঁর কাছে সেগুলো পেশ করেছেন; এতে বোঝা যায় যে, মূল বিধান নিষেধ।

এর জবাব কয়েক দিক থেকে:

- তিনি পেশ করতে বলেছিলেন যাতে জানা যায় সেগুলো শিরকমুক্ত কি না; অতঃপর যখন সেগুলো শিরকমুক্ত প্রমাণিত হলো, তখন তিনি সেগুলোর অনুমতি দিলেন। এ কারণেই ইবনে হাজার এ থেকে বুঝেছেন যে, শিরকই নিষেধের কারণ (ইল্লাত); সুতরাং শিরক না থাকলে তা জায়েয।
- ইসলামের সূচনাকালে সাহাবীগণ জাহিলিয়াতের কাজকর্ম থেকে সংকোচ বোধ করতেন, তাই সেগুলো ওহীর কাছে পেশ করতেন। আর নবী ﷺ-এর জবাব — (রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে) — এ কথাই জানায় যে, শিরকের সঙ্গে যুক্ত না হলে তা অনুমোদিত।

৫. মুসলিম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

أَرَخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَقِيَةِ الْحَيَةِ لِبَنِي عَمْرٍو

"নবী ﷺ বনু আমরের জন্য সাপের রুকইয়াহর অনুমতি দিয়েছেন।" (২১)

দলিল গ্রহণের দিক হলো, তিনি বলেছেন 'রাখখাসা' (অনুমতি দিয়েছেন)। কুরতুবী «আল-মুফহিম»-এ বলেছেন: "এটি এ কথার প্রমাণ যে, রুকইয়াহর ক্ষেত্রে মূল বিধান ছিল নিষেধ — যেমন তিনি তা স্পষ্ট করেই বলেছেন এ কথায়: রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছেন..."

জবাব হলো, এর খণ্ডন কুরতুবীর কথার বাকি অংশেই রয়েছে; তিনি বলেছেন: "... তিনি তো ঢালাওভাবে তা থেকে নিষেধ করেছিলেন; কেননা তারা জাহিলিয়াতে এমন সব রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করত যা শিরক, এবং এমন সব কিছু দিয়ে যা বোঝাই যেত না; আর তারা বিশ্বাস করত যে ওই রুকইয়াহগুলোই প্রভাব ফেলে। এরপর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের থেকে ওই (বিশ্বাস) দূর হলো, তখন নবী ﷺ তাদের ঢালাওভাবে তা থেকে নিষেধ করলেন — যাতে নিষেধ আরও কার্যকর হয় এবং (অনিষ্টের) পথ আরও দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ হয়।

এরপর যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা তা দিয়ে উপকৃত হচ্ছে, তখন তিনি তাদের জন্য তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমতি দিলেন।" (২২)

কুরতুবী বলেন: তাবারী বলেছেন: এটি এমন এক হাদীস, যা দিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা জায়েয নয়; কেননা এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছে। আর তা সহীহ হলেও তা হতো হয় ভুল, নয়তো মানসূখ — কেননা

তিনি আলাইহিস সালাম সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন: (তুমি কী করে জানলে যে তা রুকইয়াহ?) আর যখন মুআওবিয়াতাইন

দিয়ে রুকইয়াহ জায়েয — অথচ সে দুটিও কুরআনেরই দুটি সূরা — তখন কুরআনের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে রুকইয়াহও জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে সে দুটির মতোই; কেননা পুরোটাই তো কুরআন। আর তাঁর আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: (আমার উম্মতের আরোগ্য তিনটি জিনিসে: আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত, কিংবা মধুর এক চুমুক, কিংবা শিঙ্গার এক পোঁচ)। রাজা আল-গানাবী বলেছেন: যে কুরআন দিয়ে আরোগ্য কামনা করে না, তার জন্য কোনো আরোগ্য নেই।

চতুর্থ (মাসআলা): আলিমগণ 'নুশরা' সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। তা হলো: আল্লাহর নামসমূহের কিছু অংশ বা কুরআনের কিছু অংশ লেখা, তারপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা, অতঃপর তা দিয়ে রোগীকে মুছে দেওয়া কিংবা তাকে পান করানো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব তা বৈধ বলেছেন। তাঁকে বলা হয়েছিল: এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী থেকে বেঁধে রাখা হয়েছে — তার বাঁধন খোলা ও 'নুশরা' করা কি বৈধ? তিনি বললেন: এতে কোনো দোষ নেই, আর যা উপকার করে তা থেকে নিষেধ করা হয়নি। মুজাহিদ কুরআনের আয়াত লিখে তা ধুয়ে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করানোয় কোনো দোষ দেখেননি। আর আয়িশা একটি পাত্রে মুআওবিয়াতাইন পড়তেন, তারপর তা রোগীর উপর ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। আবু আবদুল্লাহ আল-মাযিরী বলেছেন: 'নুশরা' ঝাড়ফুক-বিশারদদের কাছে একটি সুপরিচিত বিষয়; আর তার এ নামকরণের কারণ হলো, তা তার ভুক্তভোগীর উপর থেকে (বাঁধন) খুলে দেয়, অর্থাৎ মুক্ত করে।" (২৩)

❖ দ্বিতীয় মতের দলিল ও জবাব

দ্বিতীয় মতের দলিল	প্রথম পক্ষের জবাব (বইয়ে যেভাবে এসেছে)
বদনজর বা বিষাক্ত দংশন ছাড়া রুকইয়াহ নেই; নিষেধের দলিল এসে গেছে	ইবনুল কাইয়িম: এ দুই ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম রুকইয়াহ নেই, বৈধতা নাকচ উদ্দেশ্য নয়
রুকইয়াহ, তামীমা ও তিওয়ালা শিরক	উদ্দেশ্য শিরকযুক্ত রুকইয়াহ; আল্লাহর নাম ও কালাম এর অন্তর্ভুক্ত নয় (ইবনে হাজার)
কতিপয় সাহাবীর অপছন্দ; তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী, বিনা হিসাবে জাফাতে বাধা	অন্যের কাছে চাওয়া অপছন্দ; তাওয়াক্কুল ও উপায় অবলম্বন একত্র থাকে
আউফের হাদীস: পেশ করার আদেশ ওয়াজিব দাবি করে; বারবার পেশ করা, তাই মূল বিধান নিষেধ	পেশ করতে বলা হয়েছিল শিরকমুক্ত কি না জানতে; শিরকই ইঙ্গিত
জাবির: 'অনুমতি দিয়েছেন', তাই মূল বিধান নিষেধ (কুরতুবী)	কুরতুবীর বাকি অংশ: জাহিলিয়াতের শিরকপূর্ণ রুকইয়াহর কারণে ঢালাও নিষেধ; পরে অনুমতি

বাম কলামে দ্বিতীয় মতের দলিল, ডান কলামে প্রথম মতের পক্ষ থেকে জবাব

◆ এক নজরে

- ★ প্রথম মতের দশম যুক্তি: অ-মাসূর রুকইয়াহ দুআর জাত; দুআ ইজমার ভিত্তিতে তাওকীফ নয়
- ★ দ্বিতীয় মতের দলিল: বদনজর বা বিষাক্ত দংশন ছাড়া রুকইয়াহ নেই
- ★ রুকইয়াহ, তামীমা ও তিওয়াল শিরক: প্রথম পক্ষের ব্যাখ্যা, শিরকযুক্ত রুকইয়াহ
- ★ সত্তর হাজারের হাদীসে তাওয়াক্কুলের কারণে রুকইয়াহ না চাওয়ার কথা
- ★ ইবনে তাইমিয়াহর মতে ‘তারা রুকইয়াহ করে না’ অংশ ভুল
- ★ আউফ ও জাবিরের হাদীস নিয়ে দুই পক্ষের ভিন্ন ব্যাখ্যা

◆ যাচাই করুন

1. দ্বিতীয় মতের প্রথম দলিল কোন বাণী?

ক. রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই

খ. বদনজর বা বিষাক্ত দংশন ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই

2. ‘রুকইয়াহ, তামীমা ও তিওয়াল শিরক’ হাদীসে প্রথম পক্ষের জবাব কী?

ক. সব রুকইয়াহ শিরক

খ. উদ্দেশ্য শিরকযুক্ত রুকইয়াহ

3. সত্তর হাজারের হাদীসের সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যাখ্যা কী?

ক. রুকইয়াহ করা নিষিদ্ধ

খ. তাওয়াক্কুলের কারণে কারও কাছে রুকইয়াহ চান না

4. ইবনে তাইমিয়াহর মতে ‘তারা রুকইয়াহ করে না’ অংশটি কী?

ক. সঠিক

খ. ভুল

5. ইবনুল কাইয়িমের মতে রাকী ও রুকইয়াহ-প্রার্থীর পার্থক্য কী?

ক. উভয়ই সমান

খ. রাকী ইহসানকারী; প্রার্থী প্রার্থনাকারী, যে অন্যের দ্বারস্থ হয়

6. জাবিরের হাদীসে ‘অনুমতি দিয়েছেন’ শব্দে দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি কী?

ক. মূল বিধান ওয়াজিব

খ. মূল বিধান নিষেধ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

৬. রুকইয়াহ তাআবুদী (নিছক ইবাদতমূলক) বিষয়, আর এতে মূল বিধান তাওকীফ — যতক্ষণ না (অন্য কিছু) দলিল আসে। নবী ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়নি, তার ব্যাপারে মূল বিধান হলো তা প্রত্যাখ্যান করা। এ কারণেই

রুকইয়াহর অধ্যায়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত বিষয়ের উপরই থেমে থাকা হয়; আর তাঁর থেকে (নির্দিষ্ট) রুকইয়াহসমূহ এসেছে, সুতরাং সেগুলোর উপর বাড়ানো যাবে না।

এর জবাব কয়েক দিক থেকে:

টীকা

1. সুনানু আবী দাউদ: (৪/১২), নং ৩৮৮৬; সুনানুত তিরমিযী: (৪/৩৯৪), নং ২০৫৭। এটি বুখারী ও মুসলিমেও আছে, তবে (নবী ﷺ পর্যন্ত) মারফু হওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ নেই: সহীহুল বুখারী (১/২৬৮), নং ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম: (১/১৯৯), নং ২২০।
2. যাদুল মাদাদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ: (৪/১৭৫)।
3. মুসনাদু আহমাদ: (৬/১১০), নং ৩৬১৫; সুনানু আবী দাউদ: (৪/১), নং ৩৮৮৫। ইবনে হিব্বান, সুয়ুতী ও আলবানী একে সহীহ বলেছেন — আস-সিলসিলাতুস সহীহা: (১/৬৪৮), নং ৩৩১।
4. ফাতহুল বারী শারহ সহীহিল বুখারী: (৯/৫০৯)।
5. সহীহুল বুখারী: (১/২৬৮), নং ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম: (১/১৯৯), নং ২২০।
6. সহীহুল বুখারী: (১/২৬৮), নং ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম: (১/১৯৮), নং ২১৮।
7. সহীহ মুসলিম: (২/৭২১), নং ১০৪৩।
8. আর-রাবু আল্লাল বাকরী: (১/৩৮৩) (১/৪০৬)।
9. মিতাহুল দারিস সাআদা: (২/২৩৪)।
10. জামিউল মাসাইল লি ইবনে তাইমিয়াহ — আযীর শামস: (২/১১৩)।
11. যিয়ারাতুল কুবর: (১/১২)।
12. কাইদা জালীলা ফিত তাওয়াসুুল ওয়াল ওয়াসীলা: (২/৫৭) (২/২৮৬)।
13. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/৩২৮)।
14. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/৭৮)।
15. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/১৩৪)।
16. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/১৮২)।
17. যাদুল মাদাদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ: (৪/১৫)।
18. তাইসীরুল আযীযিল হামীদ: (১/৮৬)।
19. দেখুন: আত-তাইসীর বিশারহিল জামিইস সগীর — আল-মুনাবী: (২/৭৮১)।
20. এর তাখরীজ পূর্বেই গত হয়েছে।
21. সহীহ মুসলিম: (৪/১৭২৬), নং ২১৯৯।
22. আল-মুফহিম লিমা আশকাল মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম: (১৮/৬৫)।
23. আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন: (১০/৩১৮)।

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

জবাব, তারজীহ, মতভেদের কারণ ও ফল, এবং গবেষণা-সুপারিশ

- "আপনাদের এ কথা যে, তা তাআব্বুদি (নিছক ইবাদতমূলক)" — এটিই তো বিতর্কের স্থল, আর বিতর্কের স্থল দিয়েই বিতর্কের বিষয়ে দলিল দেওয়া যায় না।
- রুকইয়াহ ওষুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর ওষুধের ব্যাপারে মূল বিধান ইজমা অনুসারে বৈধতা।

৭. যেসব রুকইয়াহ বর্ণনায় আসেনি সেগুলোর ব্যাপারেও অনুমতি এসেছে তাঁর ﷺ এই বাণীতে: (রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়) — আর অনুমতি দেওয়াই প্রমাণ করে যে মূল বিধান নিষেধ।

এর জবাব কয়েক দিক থেকে:

- এটি মেনে নেওয়া হবে না; বরং হাদীসটি প্রমাণ করে যে রুকইয়াহর ব্যাপারে মূল বিধান হলো অনুমতি, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে। সুতরাং শর্তটিই বরং প্রমাণ করছে যে এর বাইরের সবকিছু জাযিয়।
- অ-মাসূর (বর্ণনায় না-আসা) রুকইয়াহ কয়েকটি অবস্থার বাইরে নয় — হয়তো:
 - শিরকযুক্ত বা অজ্ঞাত-অর্থ রুকইয়াহ — এগুলো নিষিদ্ধ।
 - অথবা বৈধ দুআ — এগুলো জাযিয়; কেননা দুআর ব্যাপারে মূল বিধান হলো প্রতিটি বৈধ শব্দেই তা বৈধ।
 - অথবা পরীক্ষিত ভেষজ — এগুলোও জাযিয়।

৮. যে বিষয়ে দলিল আসেনি সে বিষয়ে দরজা খুলে দিলে তা আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না; আর তা হারাম ও শিরকী জিনিস দুকে পড়ার প্রবল আশঙ্কার স্থান। তাই শিরকের পথ রুদ্ধ করার (সাদু যারায়িশ শিরক) নীতিতে এ দরজা বন্ধ করা হবে।

এর জবাব কয়েক দিক থেকে:

- দরজা বন্ধ করা দরজা খোলার চেয়ে অধিক উত্তম নয়; কেননা এতে মুসলিমদের উপকার রয়েছে। হাদীসে এসেছে: (তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে)।
- হালালকে হারাম করা হারামকে হালাল করার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়; আর যখন দুটি একত্র হয়ে যায়, তখন দেখা হবে কোনটির সঙ্গে মূল বিধান রয়েছে। আমরা দেখেছি যে চিকিৎসার ব্যাপারে মূল বিধান হলো বৈধতা — সুতরাং এর বৈধতা মেনে নেওয়া অপরিহার্য।
- এ মতের অনুসারীরা তখনই ভুল করেন, যখন তাঁরা ধারণা করেন যে রুকইয়াহ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর সে কারণেই তাঁরা তাওকীফি হওয়ার কথা বলেন। বাস্তবতা হলো, তা অভ্যাসগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং চিকিৎসা ও আরোগ্যের শ্রেণিভুক্ত — আর এসবের ব্যাপারে মূল বিধান নির্বিবাদে বৈধতা।

৯. রুকইয়াহ গায়েবের জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত; এতে ইজতিহাদের দরজা খুলে দিলে তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে — নিষিদ্ধ বিষয়ে, বরং শিরকে পতিত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। বাস্তবে তা-ই ঘটছে। তাছাড়া যা বর্ণিত হয়েছে সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট; পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর মানুষকে কেবল আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার সঙ্গেই সম্পৃক্ত করে দেওয়াই যথেষ্ট।

এর জবাব:

- প্রজ্ঞাময় শারি (বিধানদাতা) নিজেই এর অনুমতি দিয়েছেন।

- এটি চিকিৎসার শ্রেণিভুক্ত; রুকইয়াহ নিছক ইবাদত (ইবাদাতে মাহদা) নয়।
- সাহাবী ও তাবিঈগণ থেকে রুকইয়াহর এমন পাঠ, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নস আসেনি; কারণ তাঁরা জানতেন যে রুকইয়াহ চিকিৎসা, নিছক ইবাদত নয়।

❖ দ্বিতীয় মতের আরও দলিল ও জবাব

দ্বিতীয় মতের দলিল	প্রথম পক্ষের জবাব
রুকইয়াহ তাআব্বুদি (নিছক ইবাদতমূলক), মূল বিধান তাওকীফ	এটিই বিতর্কের স্থল; রুকইয়াহ ওযুধের অন্তর্ভুক্ত
অনুমতি দেওয়াই প্রমাণ করে মূল বিধান নিষেধ	শর্তই প্রমাণ করে বাকি সবকিছু জাযিয়; অ-মাসূর রুকইয়াহ তিন ধরনের
দরজা খুললে নিয়ন্ত্রণ থাকে না; সাদ্দু যারায়ি	দরজা বন্ধ করা উত্তম নয়; হালালকে হারাম করাও কম বিপজ্জনক নয়
রুকইয়াহ গায়েবের সঙ্গে সম্পৃক্ত; বর্ণিতে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট	বিধানদাতা নিজেই অনুমতি দিয়েছেন; সাহাবী-তাবিঈ থেকে নস-ছাড়া পাঠ বর্ণিত

বাম কলামে দ্বিতীয় মত, ডান কলামে প্রথম মতের পক্ষ থেকে জবাব

তৃতীয় মতের দলিল: তাঁদের কোনো সুস্পষ্ট দলিল নেই, কেবল দুই পক্ষের দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছাড়া। আর যা প্রতীয়মান হয়, তাতে তাঁদের ও প্রথম মতের মধ্যকার মতভেদ শাদ্বিক (লাফযি) হতে পারে।

তারজীহ

রাজিহ মত — আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত — হলো প্রথম মত।

তারজীহের কারণসমূহ

- প্রথম মতের দলিলগুলোর স্পষ্টতা, দ্ব্যর্থহীনতা ও প্রাচুর্য।
- দ্বিতীয় মতের দলিলগুলোর দলালাত (নির্দেশনা) দুর্বল, এবং সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।
- দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের স্ববিরোধিতা ও অস্থিরতা: একদিকে তাঁরা বলেন এটি তাওকীফি, অথচ আপনি দেখবেন তাঁরাই আবার জাযিয় হওয়ার জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ করছেন — এটি সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা।
- এটিই সাহাবী ও তাবিঈগণের মধ্য থেকে সালাফের জমহূরের মত, এবং তাঁদের কর্মধারার প্রকাশ্য রূপও তা-ই।
- এটি শরঈ কাওয়াইদ ও শরীয়তে স্বীকৃত মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- এসব রোগ বহু ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে; আর সেগুলোর কোনো কোনোটির জন্য নস-নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো রুকইয়াহ নেই — যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ঘটনাগুলো। আর এই অপশক্তিগুলোর চিকিৎসায় বিভিন্ন বৈধ পন্থার প্রয়োজন হয় — যেমন কুলপাতা (সিদর) ও অনুরূপ সেসব উপাদান দিয়ে চিকিৎসা যেগুলো তাদের উপর প্রভাব ফেলে; তদ্রূপ এমন প্রতিটি জিনিস যা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত এবং যাতে কোনো নিষিদ্ধ দিক নেই।
- ইবাদত দুই প্রকার: নিছক ইবাদত (ইবাদাতে মাহদা) এবং অ-নিছক ইবাদত (গাইরে মাহদা)। নিছক ইবাদত যেমন সালাত ও হজ; আর অ-নিছক ইবাদত যেমন ইলম অন্বেষণ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা

— মানুষ যদি এগুলোর নিয়ত করে, তবে সেগুলো তাদের উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাওকীফি নয়, যদিও মূলগতভাবে সেগুলো শরীয়তসিদ্ধ। সুতরাং রুকইয়াহ একটি অ-নিছক ইবাদত; তা মূলগতভাবে শরীয়তসিদ্ধ — এ অর্থে যে, এর দ্বারা নিজের ভাইয়ের উপকার করলে মানুষ সওয়াব পায়; কিন্তু তা তার উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাওকীফি নয়। এর দৃষ্টান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রীয় চিকিৎসার মতো: চিকিৎসক তাঁর ভাইয়ের উপকারের নিয়তের কারণে সওয়াব পান, কিন্তু তিনি চিকিৎসার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য নন — যদিও সে পদ্ধতির ব্যাপারে নস এসে থাকে, যেমন পেটব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য মধু দিয়ে চিকিৎসা। আলিমগণের কেউই বলেননি যে, এ অবস্থায় চিকিৎসকদের উপর মধু দিয়ে চিকিৎসা করা ওয়াজিব।

৪. যিনিই তাওকীফি বলেন, তাঁকে অনিবার্যভাবে ইজতিহাদের দিকেই ফিরতে হয়। কেননা তাঁকে যদি রুকইয়াহর খুঁটিনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এমন পদ্ধতির কথা বলবেন যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নস আসেনি। যদি বলা হয়: বিবাহবিচ্ছেদের জাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কীভাবে রুকইয়াহ করা হবে? তিনি এমন উত্তর দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে কোনো দলিল আসেনি, এবং এমন পদ্ধতি ও আয়াতের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলোর ব্যাপারে কোনো দলিল আসেনি। আর যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়: আমরা কি (وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ) — আয়াতটি পড়ব? তবে তিনি যদি বলেন: হ্যাঁ — তাহলে তিনি পরাস্ত হলেন; কেননা বিশেষভাবে এর কোনো দলিল নেই। আর যদি বলেন: না — তবে আমরা বলব, এটি পড়ার হুকুম কী? এটি কি হারাম? তিনি যদি বলেন: এটি পড়া জাযিয় — তবে তিনি পরাস্ত হলেন; কেননা বিশেষভাবে এর ব্যাপারে কোনো দলিল আসেনি। আর যদি বলেন: জাযিয় নয় — তবে তিনি কুরআন দিয়ে রুকইয়াহ করতে নিষেধ করলেন, অথচ আল্লাহ কুরআনের সবটুকু দিয়েই আরোগ্য অন্বেষণের অনুমতি দিয়েছেন।

◆ তারজীহ ও কারণসমূহ

লেখকের তারজীহ: প্রথম মত (রুকইয়াহ ইজতিহাদি)

১

প্রথম মতের দলিল স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও প্রচুর

২

দ্বিতীয় মতের দলিলের নির্দেশনা দুর্বল; জবাব দেওয়া হয়েছে

৩

দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের স্ববিরোধিতা: তাওকীফি বলে শর্ত নির্ধারণ

৪

সাহাবী ও তাবিঈগণের মধ্য থেকে সালাফের জমহুরের মত

৫

শরঈ কাওয়াইদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

৬

রোগ বহু; সবটির জন্য নস-নির্দিষ্ট রুকইয়াহ নেই

৭

রুকইয়াহ অ-নিছক ইবাদত; উপায় ও পদ্ধতিতে তাওকীফি নয়

৮

যিনি তাওকীফি বলেন, তাঁকেও ইজতিহাদে ফিরতে হয়

এটি লেখকের নিজস্ব তারজীহ। তৃতীয় মত সম্পর্কে তাঁর কথা: সুস্পষ্ট দলিল নেই; মতভেদ শাদ্বিক হতে পারে

মতভেদের কারণ

১. মতভেদের কারণ — যা প্রতীয়মান হয় — হলো: রুকইয়াহ কি ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, নাকি অভ্যাসগত বিষয়, চিকিৎসা ও দেহের আরোগ্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত?

সুতরাং যিনি বলেছেন এটি ইবাদত, তিনি বলেছেন এর মূল বিধান তাওকীফ।

আর যিনি বলেছেন এটি ইবাদত নয়, বরং তা অনুমোদিত একটি চিকিৎসা।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে এটি একটি ওষুধ; তিনি বলেন:

"والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني"

"রুকইয়াহ সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ; কেননা তা একটি আধ্যাত্মিক ওষুধ।" (১)

২. মতভেদের আরেকটি কারণ: রুকইয়াহর প্রকৃতি — তা কি দুআর জাতীয়, নাকি যিকরের জাতীয়? ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"وقد روي فيه ' ولا يرقون ' وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم
حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ولم يكن
يسترقى فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا
مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم
وإبراهيم وموسى وغيرهم"

"এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে 'ওয়ালা ইয়ারকুন' (এবং তারা রুকইয়াহ করে না) — এটি ভুল। কেননা অন্যের জন্য এবং নিজেদের জন্য তাঁদের রুকইয়াহ করা একটি উত্তম কাজ। নবী ﷺ নিজেই ও অন্যকে রুকইয়াহ করতেন, কিন্তু অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাইতেন না। কেননা নিজেই ও অন্যকে তাঁর রুকইয়াহ করা নিজের ও অন্যের জন্য দুআ করারই জাতীয়, আর এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই নবীগণ সকলেই আল্লাহর কাছে চেয়েছেন ও তাঁকে ডেকেছেন, যেমন আল্লাহ আদম, ইবরাহীম, মূসা ও অন্যান্যদের ঘটনায় তা উল্লেখ করেছেন।" (২)

আর যিনি বলেছেন এটি যিকরের জাতীয়, তিনি বলেছেন: এটি তাওকীফ; কেননা যিকরসমূহ তাওকীফ — যেমন বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্বোক্ত হাদীসে এসেছে।

সে হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: আমি বললাম — "ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা" (এবং তোমার রাসূলের উপর, যাকে তুমি পাঠিয়েছ) — এভাবে আমি তা মুখস্থ করে বলছিলাম। তিনি ﷺ বললেন: না, বরং "ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা" (এবং তোমার নবীর উপর, যাকে তুমি পাঠিয়েছ)।

মতভেদের কারণ

প্রশ্ন	দুই দিক
রুকইয়াহ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত?	নাকি অভ্যাসগত বিষয়, চিকিৎসা ও দেহের আরোগ্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত?
যিনি ইবাদত বলেন	মূল বিধান তাওকীফ
যিনি ইবাদত নয় বলেন	অনুমোদিত চিকিৎসা (ইবনে তাইমিয়াহ: ওষুধ)
রুকইয়াহ দুআর জাতীয়?	নাকি যিকরের জাতীয়, যিকর তাওকীফ?

যিনি যিকরের জাতীয় বলেন, তিনি বারা ইবনে আযিবের হাদীস দিয়ে তাওকীফ বলেন

মতভেদের ধরন

মতভেদটি অর্থগত (মানাবি), এবং এর ব্যবহারিক ফল রয়েছে।

মতভেদের ফল

মতভেদের ফলসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- এ মাসআলার ফিকহি ফলসমূহের একটি: ফলসমূহের ক্ষেত্রে মাসআলার মূল ভিত্তি দিয়েই দলিল দেওয়া হবে; বলা হবে — এটি তাওকীফি, নাকি ইজতিহাদি। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটি এমন একটি কায়দা (মূলনীতি), যা দিয়ে রুকইয়াহর বিভিন্ন মাসআলায় দলিল দেওয়া হয়।
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, যদি তা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয় — যেমন জিন বের করার জন্য নেকড়ের ব্যবহার, যদি প্রমাণিত হয় যে তারা তাকে ভয় পায়।
- রেকর্ডার থেকে রুকইয়াহ শোনা — কেউ কেউ তা জাযিয় বলেছেন, আবার কেউ কেউ নিষেধ করেছেন।
- নির্দিষ্ট কিছু রোগে নির্দিষ্ট সূরা, আয়াত বা দুআ নির্দিষ্ট সংখ্যায় পাঠ করাকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা: যিনি বলেন এটি তাওকীফি, তিনি এগুলো নিষেধ করেন; আর যিনি বলেন এটি ইজতিহাদি, তিনি এগুলো জাযিয় বলেন — এই শর্তে যে, এগুলোকে মাসূর (বর্ণনায় আগত) বলে বিশ্বাস করা যাবে না, এবং এই সংখ্যাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরা যাবে না; বরং অবস্থা অনুযায়ী তা বাড়ানো-কমানো হবে, অথবা বলা হবে — সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে তা বেশি বেশি পাঠ করা হবে।

আর যিনি সংখ্যার মত পোষণ করেন, তিনি এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে দলিল দেন — যেমন ইমাম কুরতুবী রহিমাল্লাহ থেকে মুনাবী যা বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি আজওয়া খেজুরের সাত দানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তার মর্ম নিম্নরূপ:

قال القرطبي: وتخصيصه بسبع لخاصية لهذا العدد علمها الشارع وقد جاء ذلك في مواضع كثيرة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في

مرضه صبوا علي من سبع قرب. وقوله غسل الإنياء من ولوغ الكلب سبعا
وقد جاء هذا العدد في غير الطلب كقوله تعالى : سبع بقرات سمان
وسبع عجاف سبع كسني يوسف وسبع سنبلات وكذا سبعون
وسبعمائة فمن جاء من هذا العدد مجيء التداوي فذلك لخاصة لا يعلمها إلا
الله ومن أطلعه عليه وما جاء في غيره فالعرب تضع هذا العدد للتكثير لا
لإرادة عدد بعينه ولا حصر.

কুরতুবী বলেন: সাত সংখ্যাটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ এ সংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা শারি (বিধানদাতা) জানেন। এটি বহু স্থানে এসেছে — যেমন মুস্তাফা ﷺ-এর তাঁর অসুস্থতায় বলা কথা: "সাত মশক পানি আমার উপর ঢালো।" এবং তাঁর কথা: কুকুর পায়ে মুখ দিলে সাতবার পাত্র ধুতে হবে। আর এ সংখ্যা এমন স্থানেও এসেছে যেখানে কোনো নির্দেশ নেই — যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: (সাতটি হুটপুট গাভী) (এবং সাতটি শীর্ণ গাভী) — ইউসুফের সাত বছরের মতো — (এবং সাতটি শীষ)। তদ্রূপ সত্তর ও সাতশত। সুতরাং এ সংখ্যা যেখানে চিকিৎসার প্রসঙ্গে এসেছে, তা এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, এবং সে-ই জানে যাকে তিনি তা জানিয়েছেন। আর যা অন্য প্রসঙ্গে এসেছে — আরবরা এ সংখ্যা আধিক্য বোঝাতে ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা সীমা বোঝাতে নয়।

وقال بعضهم خص السبع؛ لأن لهذا العدد خاصية ليست لغيره فالسماوات والأرض والأيام والطواف والسعي ورمي الجمار وتكبير العيد في الأولى سبع وأسنان الإنسان والنجوم سبع والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه إذ العدد شفع ووتر والوتر أول وثاني والشفع كذلك فهذه أربع مراتب أول وثان ووتر أول وثان ولا تجمع هذه المراتب في أقل من سبعة وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة الشفع والوتر والأوائل والثواني

والمراد بالوتر الأول الثلاثة وبالثاني الخمسة وبالشفع الأول الاثنین والثاني الأربعة وللأطباء اعتناء عظیم بالسبعة سيما في البحارین وقال: بقراط كل

আর কেউ কেউ বলেছেন: সাতকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, কারণ এ সংখ্যার এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সংখ্যার নেই। আসমানসমূহ, জমিন, দিনসমূহ, তাওয়াফ, সাঈ, জামরায় কক্ষর নিক্ষেপ ও ঈদের প্রথম রাকআতের তাকবীর — সবই সাত; মানুষের দাঁত এবং গ্রহ-নক্ষত্রও সাত। আর সাত সংখ্যাটি সংখ্যার সমস্ত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য একত্র করেছে; কেননা সংখ্যা হয় জোড় নয় বিজোড়, আর বিজোড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর আছে, জোড়েরও তদ্রূপ। সুতরাং এ হলো চারটি স্তর: প্রথম জোড় ও দ্বিতীয় জোড়, প্রথম বিজোড় ও দ্বিতীয় বিজোড়। আর সাতের কমে এ স্তরগুলো একত্র হয় না। তাই এটি একটি পূর্ণ সংখ্যা, যা সংখ্যার চারটি স্তর — জোড়, বিজোড়, প্রথমগুলো ও দ্বিতীয়গুলো — একত্রে ধারণ করে। প্রথম বিজোড় বলতে তিন, দ্বিতীয় বলতে পাঁচ; আর প্রথম জোড় বলতে দুই, দ্বিতীয় বলতে চার। চিকিৎসকদের সাত সংখ্যার প্রতি গভীর মনোযোগ রয়েছে, বিশেষত রোগের সংকটকাল (বুহরান) নির্ণয়ে। তিনি বলেন: হিপোক্রেটিস বলেছেন —

شيء في هذا العالم يقدر على سبعة أجزاء وشرط الانتفاع لهذا وما أشبهه حسن الاعتقاد وتلقيه بالقبول

— এ জগতের প্রতিটি জিনিসকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। আর এ ধরনের বিষয় থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত হলো উত্তম বিশ্বাস এবং তা সাদরে গ্রহণ করা।(৩)

আর নববী রহিমাহুল্লাহ "সাত খেজুর" সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করে বলেন:

وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونصب الزكاة وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث

"সাত সংখ্যাটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর হিকমত শারি জানেন, কিন্তু আমরা জানি না। সুতরাং এতে ঈমান আনা ওয়াজিব, এবং এর ফযীলত ও এর মধ্যে নিহিত হিকমতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। এটি সালাতসমূহের রাকআত-সংখ্যা, যাকাতের নিসাব ইত্যাদির মতোই। এ হাদীসের ব্যাপারে এটিই সঠিক কথা।"(৪)

৫. অনারবি (আজমি) শব্দ দিয়ে রুকইয়াহ করা। এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: এটি একেবারেই জাযিয় নয়।

দ্বিতীয় মত: এই শর্তে জাযিয় যে, তার অর্থ বোধগম্য হতে হবে।(৫)

৬. আঞ্চলিক ভাষায় (আম্মিয়া) রুকইয়াহ করার ব্যাপারে মতভেদ:(৬) যিনি বলেন এটি তাওকীফ নয়, তিনি তা জাযিয় বলেছেন।

৭. এসব ফলের অন্তর্ভুক্ত: টেলিফোনের মাধ্যমে রুকইয়াহ।(৭) এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে — জাযিয় হওয়া, নিষিদ্ধ হওয়া, এবং বিরত থাকা (তাওয়াক্কুফ)।

৮. এসব ফলের অন্তর্ভুক্ত: সমবেত পাঠ (আল-কিরাআতুল জামাইয়া) — কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন এবং কেউ কেউ জাযিয় বলেছেন।(৮)

৯. কোনো রাকী যদি কুরআনের কিছু অংশ বা পুরোটা জাফরান বা অনুরূপ কিছু দিয়ে কাগজে লেখেন, তারপর তা রোগীকে দেন যেন তিনি তা পানিতে ভিজিয়ে পান করেন — এর হুকুম কী? এটি ওই মূল মাসআলার উপরই নির্ভরশীল, যাতে মতভেদ রয়েছে।

১০. মুসলিমের জন্য কাফিরের রুকইয়াহ করা। ইমাম শাফিঈ ও একদল আলিম তা জাযিয় বলেছেন,(৯) আর ইমাম মালিক তা মাকরুহ বলেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ইহুদি নারীকে বলেছিলেন, যিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রুকইয়াহ করতেন: "আরকিহা বিকিতাবিল্লাহ" (আল্লাহর কিতাব দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করো)।(১০)

♦ মতভেদের কিছু ফল

মাসআলা	বইয়ে বর্ণিত মত
নির্দিষ্ট সূরা বা দুআ নির্দিষ্ট সংখ্যায়	তাওকীফ-মতে নিষেধ; ইজতিহাদি-মতে জাযিয়, তবে মাসূর বলে বিশ্বাস নয় ও সংখ্যা স্থায়ীভাবে আঁকড়ানো নয়
অনারবি শব্দে রুকইয়াহ	একেবারেই জাযিয় নয়; অথবা অর্থ বোধগম্য হলে জাযিয়
আঞ্চলিক ভাষায় রুকইয়াহ	যিনি তাওকীফ নয় বলেন, তিনি জাযিয় বলেছেন
টেলিফোনে রুকইয়াহ	তিন মত: জাযিয়, নিষিদ্ধ, বিরত থাকা
সমবেত পাঠ	কেউ নিষেধ করেছেন, কেউ জাযিয় বলেছেন
রেকর্ডার থেকে রুকইয়াহ শোনা	কেউ জাযিয় বলেছেন, কেউ নিষেধ
মুসলিমের জন্য কাফিরের রুকইয়াহ	শাফিঈ ও একদল: জাযিয়; মালিক: মাকরুহ

১১. কুরআন-সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করা, এবং সুবিন্যস্ত-ভাষার রচিত বাক্য — যেগুলো বৈধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত — যদি তা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, তবে তা কি শরীয়তসিদ্ধ?(১১)

১২. এর অন্তর্ভুক্ত: এমন নুশরা দিয়ে চিকিৎসা করা, যাতে কোনো শিরক নেই।

১৩. আসারের ব্যাপারে ইজতিহাদ করা, এবং নজরদাতার (আইন) যেকোনো চিহ্ন বা অবশেষ দিয়ে বদনজর খোলার কাজ সেয়ে নেওয়া — যদি পূর্ণ গোসলের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়। এবং এ ধরনের আরও বিষয়।

১৪. এমন কিছু ফলও রয়েছে, যেগুলো উভয় পক্ষই নিষেধ করেন — কেননা সেগুলোতে এমন শরঈ প্রতিবন্ধক রয়েছে যা তা থেকে নিষেধ করে। যেমন: কল্পনানির্ভর পাঠ (আল-কিরাআতুত তাখয়ীলিয়া) — অর্থাৎ রাকী রোগীর উপর কুরআন পাঠ করেন এবং তাকে বলেন: আমার পাঠ চলাকালে তোমার মনে যাদের নাম আসে সেগুলো বলো — আর রাকী তখন হাতের কজির কোনো একটি শিরা ধরে থাকেন — ফলে রোগী থেকে থেকে এমন কিছু নাম ও ব্যক্তির আকৃতির কথা বলতে থাকেন যাদের তিনি চেনেন। তখন রাকী বলেন: এরাই তোমাকে বদনজর বা অন্য কিছু দিয়ে আক্রান্ত করেছে। এটিও নবী ﷺ থেকে এ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়নি, সালাফ থেকেও নয়। আর এ ধরনের কাজে সাধারণত জিনের সাহায্য নেওয়া হয়, যাতে তারা এই কল্পনা সৃষ্টির ভূমিকা পালন করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

১৫. এর অন্তর্ভুক্ত: চিকিৎসায় মুসলিম জিনের সাহায্য নেওয়া — এমন কাজে যাতে ইবাদত অন্যের জন্য নিবেদন করা বা অনুরূপ কোনো নিষিদ্ধ দিক নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত হয়েছেন; যদিও তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি রুকইয়াহ ছাড়া অন্যান্য বৈধ বিষয়ে মুসলিম জিনের সাহায্য নেওয়া জাযিয় বলেছেন। (১২)

উভয় পক্ষ যা নিষেধ করেন

বিষয়	বইয়ের বর্ণনা
কল্পনানির্ভর পাঠ	রাকী রোগীকে নাম বলতে বলেন ও কজির শিরা ধরেন; নবী বা সালাফ থেকে বর্ণিত নয়; জিনের সাহায্য নেওয়া হয়
চিকিৎসায় মুসলিম জিনের সাহায্য	নিষেধে উভয় পক্ষ একমত; কেউ রুকইয়াহ ছাড়া অন্য বৈধ বিষয়ে জাযিয় বলেছেন

গবেষণা-সুপারিশ

আমি প্রস্তাব করছি যে, (শরঈ রুকইয়াহতে ইজতিহাদ ও তাওকীফ) — এই মাসআলাটি একটি বিস্তৃত গবেষণাপত্রে (রিসালা ইলমিয়া) অনুসন্ধান করা হোক, যাতে সালাফের বক্তব্যগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসন্ধান (ইসতিকরা) ও অনুসরণ করা হবে এবং চার মাসহাবের স্তরে সেগুলোর উপর তাখরীজ করা হবে।

- এ মাসআলার ফলসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করা।
- রুকইয়াহর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী কাওয়াইদগুলো নিয়ে তা'সীল ও ইসতিদলালসহ গবেষণা করা।
- চিকিৎসা-গবেষণা কেন্দ্রসমূহ, শরঈ রাকীগণ ও ইলমের ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতা:

- রোগীদের অবস্থা অধ্যয়নে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা এবং উপযুক্ত ও কার্যকর পন্থায় পৌঁছানো।
- রুকইয়াহতে উপকারী বলে ধারণা করা হয় অথচ যার ব্যাপারে কোনো নস আসেনি — এমন বিষয়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সুপারিশ প্রকাশ করা।
- কেন্দ্র যেসব উপযুক্ত পন্থায় পৌঁছেছে সেগুলো আহলুল ইলমের সামনে উপস্থাপন করা এবং সেগুলোর উপর শরঈ বিধান প্রযোজ্য কি না তা জেনে নেওয়া।
- বহু দৈহিক ও আত্মিক রোগ এবং অন্যান্য রোগে শরঈ রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বিধানগত অলৌকিকতা (আল-ইজায়ুত তাশরীঈ) রয়েছে, তা রোগীদের অবস্থার নথিভুক্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকাশের মাধ্যমে তুলে

ধরা।

◆ লেখকের গবেষণা-সুপারিশ

- ☐ সালাফের বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও চার মাসহাবের স্তরে তাখরীজ করা
- ☐ এ মাসআলার ফলসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা
- ☐ প্রভাববিস্তারকারী কাওয়াইদ নিয়ে গবেষণা
- ☐ চিকিৎসা-গবেষণা কেন্দ্র, রাকী ও ইলমের ছাত্রদের যৌথ গবেষণা
- ☐ নস-বহির্ভূত উপকারী বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সুপারিশ
- ☐ উপযুক্ত পন্থা আহলুল ইলমের সামনে উপস্থাপন করে শরঈ বিধান জেনে নেওয়া

পরিশেষে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি — তিনি যে সাহায্য করেছেন ও সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য; এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি যেন যা লেখা হলো তা দিয়ে উপকার দান করেন এবং ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর।

◆ এক নজরে

- ★ লেখকের তারজীহ: প্রথম মত, রুকইয়াহ ইজতিহাদি
- ★ মতভেদের কারণ: রুকইয়াহ কি ইবাদত, নাকি চিকিৎসা; দুআর জাতীয়, নাকি যিকরের জাতীয়
- ★ তৃতীয় মত সম্পর্কে লেখক: সুস্পষ্ট দলিল নেই; মতভেদ শাব্দিক হতে পারে
- ★ মতভেদ অর্থগত, এবং এর ব্যবহারিক ফল আছে: সংখ্যা, ভাষা, টেলিফোন, রেকর্ডার, কাফিরের রুকইয়াহ
- ★ কল্পনানির্ভর পাঠ ও চিকিৎসায় জিনের সাহায্য: উভয় পক্ষ নিষেধ করেন
- ★ লেখকের সুপারিশ: বিস্তৃত গবেষণাপত্র এবং রাকী ও চিকিৎসা-গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতা

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের তারজীহে রাজীহ মত কোনটি?

ক. দ্বিতীয় মত

খ. প্রথম মত (রুকইয়াহ ইজতিহাদি)

2. মতভেদের কারণ হিসেবে লেখক কোন প্রশ্নটি উল্লেখ করেছেন?

ক. রুকইয়াহর পাঠসংখ্যা কত

খ. রুকইয়াহ কি ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, নাকি অভ্যাসগত বিষয় ও চিকিৎসা

3. টেলিফোনে রুকইয়াহ সম্পর্কে কয়টি মত বলা হয়েছে?

ক. দুটি

খ. তিনটি

4. মুসলিমের জন্য কাফিরের রুকইয়াহ সম্পর্কে মালিকের মত কী?

ক. জাযিয়

খ. মাকরুহ

5. কল্পনানির্ভর পাঠ সম্পর্কে বইয়ে কী বলা হয়েছে?

ক. উভয় পক্ষই নিষেধ করেন

খ. উভয় পক্ষই জায়েয বলেন

6. তৃতীয় মত সম্পর্কে লেখক কী বলেন?

ক. তাঁদের স্পষ্ট দলিল প্রচুর

খ. কোনো সুস্পষ্ট দলিল নেই; মতভেদ শাস্তিক হতে পারে

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

টীকা

1. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (৪/২৬৪)।
2. মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ: (১/১৮২)।
3. ফাইয়ুল কাদীর — (৬/৫১)।
4. সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী — (১৩, ১৪, ১৫/২২)।
5. আল-আহকামুল ফিকহিয়া ফির রুকইয়াতিশ শারইয়া — আল-জাযযা' (১৫২)।
6. দেখুন: আল-আহকামুল ফিকহিয়া ফির রুকইয়াতিশ শারইয়া — আল-জাযযা' (১৫২)।
7. দেখুন: আল-আহকামুল ফিকহিয়া ফির রুকইয়াতিশ শারইয়া — আল-জাযযা' (৪১৮)।
8. দেখুন: আল-আহকামুল ফিকহিয়া ফির রুকইয়াতিশ শারইয়া — আল-জাযযা' (৪২০)।
9. দেখুন: আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়াতুল কুবরা: (১/৩৭), শারহুন নববী আলা মুসলিম: (৭/৩২৫), আল-মুনতাকা শারহ মুওয়াত্তা মালিক: (৪/৩৫৪), ফাইয়ুল কাদীর শারহুল জামিইস সাগীর: (১/৭১৩), মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বাইহাকী: (১৫/২৬৭)।
10. মুওয়াত্তা মালিক: (৫/১৩৭৭) — হাদীস নং ৩৪৭২।

11. দেখুন: আর-রুকাশ শারইয়া ওয়া ওয়াসাইলুহা তাওকীফিয়া আম ইজতিহাদিয়া (الرقى الشرعية ووسائلها) — ড. আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদ, ইন্টারনেটে প্রকাশিত গবেষণা।
(توقيفية أم اجتهادية)
12. "হুকমুল ইসতিআনা বিল জিন্ন ফির রুকইয়াহ, ওয়া কাওলু শাইখিল ইসলাম ফী হাযিহিল মাসআলা!" (حكم الاستعانة بالجن في الرقية، وقول شيخ الإسلام في هذه المسألة) — মূসা আল-গানামী, মুস্তাদা মারকাযি তাফসীর।

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আলৈ সাইফ

عبدالله بن مبارك آل سيف د.أ.

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

শরঐ রুকইয়াহ – ইজতিহাদ ও তাওকীফের মাঝে

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আলৈ সাইফ
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com
WhatsApp: [01886608999](https://wa.me/01886608999)